বাসনাঞ্জলি

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় প্রণীত।

কলিকাতা,

১৭, মদনমিত্রের লেন, "বেঙ্গল প্রেস"

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৭ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

—০—

"বাসনাঞ্জলি" প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থখানিকে সর্ব্ব বিষয়ে সুন্দর করিবার জন্য আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র খাঁ বি, এল, মহাশয় যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন। এজন্য তাঁহার নিকট আজীবন কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিলাম, এবং বঙ্গ-সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ লেখক "উদ্ভ্রান্ত-প্রেম" প্রণেতা, আমার পরম ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়, মুদ্রণের পূর্ব্বে ইহার অধিকাংশ কবিতা দেখিয়া দিয়া আমাকে পরম অনুগৃহীত করিয়াছেন। এ নিমিত্ত তাঁহার নিকটেও চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।

উৎসর্গ পত্র।

পরম পুণ্যবতী দানশীলা

শ্রীযুক্তা রাণী দেবী

অন্নপূর্ণারূপাসু।

দেবি!

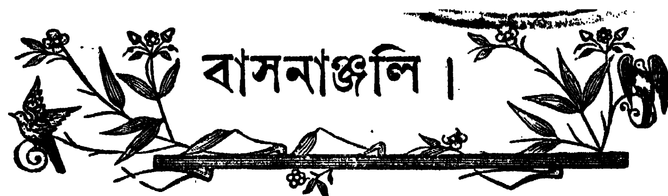
শুনিয়া সবার কাছে সুযশের বাণী,
পূজিতে বড়ই সাধ রাঙা পা দু'খানি।
কি দিয়ে পূজিবে দীন,
অক্ষম, সম্বল-হীন,
সর্ব্বগুণ-বিভূষিতা তুমি রাজরাণী,
মন-আশা পূরাইতে,
কল্পনা-কানন হ'তে
কবিতা-কুসুম-কলি যত্নে তুলে আনি,
অঞ্জলি ভরিয়া তায়,
ভক্তি ভরে নতকায়,
সঁপিলাম শ্রীচরণে লও মা কল্যাণি!

ভিতরবন্দ স্কুল।
২০শে বৈশাখ,
১৩০৭।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।


সূচীপত্র।





বাসনা।



(১)

হই না অধম দীন,
তাহে মোর কিবা ভয়,
তুমিত রয়েছ পিতঃ !
অপার করুণাময়।

(২)

পতিতবলিয়া সবে
করুক্ আমারে ঘৃণা,
পতিতপাবন তুমি
তবে মোর কি ভাবনা ?

(৩)

যেখানে যাহার সাধ
দেয় দিক্ পায়ে ঠেলে,
তুমি আছ বিশ্বময়
পড়িব তোমারি কোলে।

(৪)

শত দোষ আছে জানি
এও জানি দয়াময় !
তোমার দয়ার কাছে,
তিল পরিমাণো নয়।

(৫)

দুঃখ দিবে ? তাই দিও,
তাহে না প্রমাদ গণি,
আমারি মঙ্গল তরে,
শুধু সে শাসন বাণী।

(৬)

দুঃখ যারে দাও নাথ !
বেশী ভালবাস তারে,
না বুঝে অজ্ঞান নর
নিষ্ঠুরতা মনে করে।

(৭)

সম্পদ বিপদময়,
ভুলাইয়ে রাখে মন,
বিপদে চিনা'য়ে দেয়
তোমার সে শ্রীচরণ।

(৮)

সাধিতে তোমার কাজ,
হৃদয়েতে দিও বল,
আর দিও আঁখি ভ'রে
প্রেম-অশ্রু নিরমল।

(৯)

তোমার খেলনা আমি,
যাহা ইচ্ছা খেলাইও;
নতুবা, যখন সাধ
তখনি ভাঙ্গিয়া দিও।

(১০)

দয়াময়! শান্তিময়!
প্রভু অখিলের স্বামি!
যা'করি তোমারি বলে,
ভাবি যেন দিন-যামী।

(১১)

ভাল মন্দ তুমি জান,
শুধু এ মিনতি হরি !
মানস-মন্দিরে যেন
সতত তোমারে হেরি।

(১২)

চাই না পার্থিব ধন
তোমা ধনে হ'য়ে হারা,
এইটী বাসনা শুধু,—
ক'রনা চরণ ছাড়া।



কোন্ ভরসায় ?

কেমনে রহিব নাথ ! এ জগতে তোমা ছেড়ে,
যা'ধরি সকলি হেথা নিমেষে টুটিয়া পড়ে।
দেখিনু এখনি যাহা, আঁখি নাহি পালটিতে,
আর না দেখিতে পাই, খুঁজিয়া এ ধরণীতে।

ফুটিতে ফুটিতে ফুল, শুকায়ে ঝরিয়া যায়;
গাহিতে গাহিতে পাখী, লুটায় ধরণী-পায়।
সন্ধ্যাকাশে উঠে তারা, ঊষায় না দেখি তারে,
পূর্ণিমার শশধর, ডুবে অমা-অন্ধকারে।

যাহারে হৃদয়ে ধরি, আমার আপন বলি,
দুই দিন পরে দেখি, কোথায় গিয়াছে চলি।
ভীষণ এ ভবার্ণবে যাহারে আশ্রয় করি,
তারে লয়ে মাঝখানে, গুরু ভারে ডুবে মরি।

মোহিত করিয়া মন, পার্থিব সম্পদ দিয়ে
তুমি যে রাখিতে চাহ আপনারে লুকাইয়ে ;
অনিত্য সংসারে, প্রভো তুমি সত্য সনাতন,
কোন্ ভরসায় বল, ছাড়িব ও শ্রীচরণ ?



বিশ্ব-রূপ।

সকলি তোমার রূপ, তুমিই সকল,
না বুঝিয়া করি প্রভো! মিছে কোলাহল।
তুমি রবি, শশধর,
শোভ নিত্য মনোহর,
তুমিই আকাশ ভরা তারকার দল;
তুমি জল, তুমি স্থল,
তুমিই নভোমণ্ডল,
তুমি তরুলতা, পুষ্প, তুমি তৃণদল,
সকলি তোমার রূপ, তুমিই সকল।

ওই যে দাঁড়ায়ে গিরি অচল অটল,
ওই যে ছুটিছে নদী,
সিন্ধুপানে নিরবধি,
না মানিয়া বাধা বিঘ্ন হইয়া বিহ্বল,
ওই নব কাদম্বিনী,
তার কোলে সৌদামিনী,
এই যে বহিছে বায়ু স্নিগ্ধ নিরমল,
সকলি তোমার রূপ, তুমিই সকল।

তুমি রূপ, রস, স্পর্শ, শব্দ পরিমল,
তুমি অন্ত, তুমি মূল,
তুমি সূক্ষ্ম, তুমি স্থূল,
ভেদাভেদ যত কিছু আমাদের ফল;

তুমি পিতা, তুমি মাতা,
তুমি বন্ধু, তুমি ভ্রাতা,
স্ত্রী পুত্র ভগিনী আদি উপাধি কেবল ;
সকলি তোমার রূপ, তুমিই সকল।

ঘন সমাচ্ছন্ন অমা—তড়িত-উজ্জ্বল,
ঊষার কনক ভাতি,
সন্ধ্যার রক্তিম জ্যোতি,
মধ্যাহ্নের রৌদ্র-দীপ্ত বর্ণ অচঞ্চল ;
বরষার ঘন ঘটা,
বসন্তের স্নিগ্ধ ছটা,
শরতের অনুপম প্রকৃতি শ্যামল,
সকলি তোমার রূপ, তুমিই সকল।

যখন যে দিকে চাই ফিরায়ে নয়ন,
তোমারে দেখিতে পাই,
তুমি ছাড়া কিছু নাই,
তোমারি রূপেতে ভরা, এ বিশ্ব ভুবন,
সর্ব্ব দেশ সর্ব্ব কাল,
তোমার মহিমা জাল,
কি মহান বিশ্বরূপ, বিরাট দর্শন ;
ভাবিলে পুলকে পূর্ণ হয় দেহ মন।

অবিশ্বাসী অন্ধ নর দেখেনা তোমায়,
অহঙ্কারে পূর্ণ বুক,
ভাবে নিজ সুখ দুখ,
'আমিত্বের' উচ্চ চূড়ে রাখে আপনায়,
তুমি যে জগৎ জোড়া
তুমি যে হৃদয় ভরা
তুমি ছাড়া এ জগতে কি আছে কোথায় ?
অবিশ্বাসী অন্ধ নর দেখেনা তোমায়।

আমরা কে, কোথা প্রভু আমাদের ঘর,
কেন মিছে করি দ্বন্দ্ব,
শুভাশুভ ভাল মন্দ,
কার নিয়ে কারে বলি, 'আপনার' 'পর',
যা' আছে তোমার আছে,
সব রবে তব কাছে,
ক্ষণিকের জলবিম্ব জলের উপর,
শেষে এক, একাকার, অনন্ত সুন্দর।



তারা।

(১)

দিবা অবসানে দেখি প্রতি সন্ধ্যাবেলা
গগনের গায়,
নীরব-নিশিতে বসি, করুণ নয়নে
কে উহারা চায় ?
কে উহারা কোথা থাকে,
কেন চেয়ে চেয়ে দেখে,
ওরা কি ধরার ধন লয়েছে বিদায় !
তাই সদা চায় ?

(২)

নেত্রতৃপ্তিকর রূপ, হাসি ভরা মুখ
দেখে ভাবি মনে ;
নীলিমা-সাগর পারে কত দূরে দেশ
কি আছে ওখানে ?
ওকি আনন্দের ধাম ?
জানেনা দুঃখের নাম,
রোগ নাই, শোক নাই, জনম মরণ,
নাহি হিংসা দ্বেষ ?
আছে কি কেবল, সুখ, প্রেম, পবিত্রতা,
ভরা ওই দেশ ?

প্রণয়ে নাহিক বাধ,
সবারি কি পূরে সাধ ?
দীর্ঘশ্বাস অশ্রুজল ও দেশের নয় ?
সব সুখময় ?
কাহারো হৃদয় তলে,
চিন্তা-কীট নাহি চলে ?
আনন্দ উছলি পড়ে সদা মুখে চোখে
ওই তারা লোকে ?

(৩)

ওখানে যে ফুল ফুটে,
পড়ে না কি বৃন্ত টুটে ?
চির প্রস্ফুটিত রয়, চির সুবাসিত,
চির মধু ভরা ?
নাহি কি বরষা শীত,
গায় পাখী সুললিত ?
বসন্তের ক্রীড়াভূমি, সব মনোহরা ?
এত সুখী ওরা ?
বুঝি তাই হবে !
কে আমারে কবে ?

(৪)

ওগো আকাশের তারা ! বল দয়া করি,
তোমরা আমায়,

কোন্ মহা পুণ্যফলে,
কোন্ তপস্যার বলে,
তোমাদের মত ওই আকাশের গায়,
তারা হওয়া যায় ?
যখনি চাহিয়া দেখি তৃষিত নয়নে,
সাধ হয় মনে,
ধরণীর ধূলি ঝাড়ি, বসে থাকি গিয়ে
তোমাদের সনে।
ঋষি হও, ঋভু হও, অথবা যে কেহ হও,
মিনতি আমার ;
জীবন সন্ধ্যায় যবে,
আয়ু-সূর্য্য ডুবে যাবে,
হেরিব আঁধার বিশ্ব, নয়নে আমার
হবে একাকার ;
মুখে ফুটিবেনা কথা
বুঝিবনা কোন ব্যাথা,
শুষ্ক অশ্রুধার ;
যখন আসিবে মুদে নয়নের তারা
মহা নিদ্রা ঘোরে,
তখন করুণা ক'রে তোমাদের কাছে
ডেকে নিও মোরে।

আয়েষা। *

(১)

আয়েষা ! রমণীরত্ন তুমি এ ধরায়,
অনন্ত গুণের খনি,
——সাগরে কৌস্তুভ মণি—
তোমার তুলনা আর কি আছে কোথায় ?
আয়েষা রমণীরত্ন তুমি এ ধরায়।
প্রফুল্ল নলিনী সম,
রূপে গুণে নিরুপম,
হেরিয়া আপনি শশী মলিন লজ্জায়;
কপোল অধর পুটে,
পদ্মরাগ ফুটে উঠে,
নিন্দে নীলোৎপল শোভা, নয়ন প্রভায়,
আয়েষা রমণীরত্ন তুমি এ ধরায়।

(২)

অকলঙ্ক রূপরাশি যেমন সুন্দর,
দয়া প্রেম প্রীতিভরা,
স্নেহ মমতায় গড়া,
কোমল হৃদয়খানি আরো মনোহর।

* পূজ্যপাদ ৺বঙ্কিম বাবুর 'দুর্গেশনন্দিনীর' আয়েষা অবলম্বনে লিখিত।

স্থধাছানা দেহ মন,
ওত স্বরগের ধন,
কে আনিয়া ভুল ক'রে রেখেছে হেথায় ?
আয়েষা রমণীরত্ন তুমি এ ধরায়।

(৩)

ও মুখ মলিন দেখে বুক ফেটে যায়,
মরি মরি কোন্ পাপে,
কার ঈর্ষা-অভিশাপে,
অমন সোণার দেহ ভরা কালিমায় ?
ওই বুকভরা মধু,
ভস্ম শেষ হ'ল শুধু,
কঠিন এ ধরাতল সাজে কি তোমায় ?
ও মুখ মলিন দেখে বুক ফেটে যায়।

(৪)

বড় ভুল ক'রেছিলে আপনার মনে,
প্রেম পরিমল ব'লে,
গোপন মরম তলে,
লুকায়ে রাখিয়ে ছিলে অতি সাবধানে ;
প্রেম ত শীতল নয়,
সে যে তীব্র জ্বালাময়,
আজীবন জ্বলে ম'লে তাহার দাহনে,
বড় ভুল ক'রেছিলে আপনার মনে।

(৫)

উন্মত্ত পাগল প্রেম, বড়ই ভীষণ,
ভাবেনা সে শত্রু মিত্র,
দেখেনা সে কি চরিত্র,
নিমেষে অপরে দেয় আপনার ধন;
আপনি আপন করে,
হৃদ্‌পিণ্ড ছিন্ন করে,
খুলে দেয় শতধারে—অশ্রু-প্রস্রবণ;
উন্মত্ত পাগল প্রেম, বড়ই ভীষণ।

(৬)

নিরাশা প্রতিমা খানি, হেন দেখি নাই;
আত্মত্যাগ মূর্ত্তিমতী
নারী কুলে তুমি সতী,
অন্তরে অন্তরে পুড়ে হ'লে ভস্ম ছাই;
চাঁদ মুখে সুধা হাসি,
উঠিল না আর ভাসি,
প্রাণ দিয়ে এনে দিই, যদি ফিরে পাই;
নিরাশা প্রতিমা খানি হেন দেখি নাই।

(৭)

না দেখিয়া পদে দলে এমনি এ ঠাঁই?
অঙ্কুরে আশার লতা,
কে করিল উৎপাটিতা,
মানবের রক্ত কার ধমনীতে নাই:

কেবা সে কঠিন প্রাণ,
এ ফুল করিল ম্লান,
বেদনা বাজেনি প্রাণে সঁপিতে বালাই ?
না দেখিয়া পদে দলে এমনি এ ঠাঁই।

(৮)

সন্তাপ-সাগরে কেন ঝাঁপ দিয়েছিলে ?
জুড়াতে প্রাণের জ্বালা,
স্থান নাহি পেলে বালা,
অভাগিনি! চিরদিন পাথারে ভাসিলে ;
আহা হা! নবাব পুত্রি!
এ চির দুঃখের রাত্রি,
ধ্রুবতারা পানে চেয়ে—বসি পোহাইলে ;
সন্তাপ-সাগরে কেন ঝাঁপ দিয়েছিলে ?

(৯)

পুরুষে বোঝেনা দেবি! রমণীর মন,
কারাগারে একা আসি,
রাজপুত্র পাশে বসি,
উষ্ণ অশ্রুজল যবে করিলে বর্ষণ
না বুঝিয়া, বার বার
সুধাইল হেতু তার,
"আর কাঁদিব না" ব'লে মুছিলে নয়ন ;
পুরুষে বোঝেনা দেবি! রমণীর মন।

(১০)

পুরুষে বুঝিত যদি, রমণীর মন,
তবে কি, সে ওসমান,
বিষ-দিগ্ধ বাক্য বাণ,
নিশীথে নির্দ্দয় ভাবে করিত বর্ষণ ?
তবে কি সে রাজপুত্রে,
চাহিত বিস্ময় নেত্রে,
বুঝিত না অবলার নীরব রোদন ?
পুরুষে বোঝেনা দেবি ! রমণীর মন।

(১১)

স্মরিলে সে কালরাত্রি বুক ফেটে যায়,
পাষাণ বাঁধিয়া বুকে,
পরাইলে হাসি মুখে,
নিজের বুকের ধন পরের গলায় ;
রমণী জনম নিয়ে,
নারীর সর্ব্বস্ব দিয়ে,
হাসি মুখে কে কোথায় ঘরে ফিরে যায় ?
স্মরিলে সে কালরাত্রি বুক ফেটে যায়।

(১২)

আর ভুলিবনা সেই বিদায়ের ক্ষণ,
মুখেতে রহিল কথা,
চাপিয়া মরম ব্যথা,
অমঙ্গল অশ্রুজল করিলে গোপন ;

হায় হায়! অভাগিরে!
চাহিলে না আর ফিরে,
দ্রুতপদে চলে এলে আপন ভবন;
আর ভুলিবনা সেই বিদায়ের ক্ষণ।

(১৩)

কুসুম-কোমলা তুমি ধৈর্য্যে হিমাচল;
দাবানল ধরি বুকে,
তবু থাক হাসি মুখে,
ধন্য রমণীর প্রাণ অচল অটল!
প্রেম-ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে,
এসেছিলে অবনীতে,
দেখালে অবলাপ্রাণে থাকে কত বল;
কুসুম-কোমলা তুমি ধৈর্য্যে হিমাচল।

(১৪)

নারীর সর্ব্বস্ব প্রেম,—হৃদয়ের ধন,—
যে করে সুখের আশা,
মিছে তার ভালবাসা,
মিছে তার নারীধর্ম্ম, প্রেম-আলাপন;
প্রিয়-পরিতোষ তরে,
যে নারী আপনি মরে,
দেবের আরাধ্য সেই রমণী-রতন;
নারীর সর্ব্বস্ব প্রেম,—হৃদয়ের ধন।

(১৫)

করিলে প্রেমের পূজা ভাল, ধরাতলে ;
আত্মসুখ দিলে বলি,
বাসনার পুষ্পাঞ্জলি,
ভরিলে মঙ্গলঘট দুটী অশ্রুজলে ;
জ্বালিয়া দুখের বাতি,
বসে আছ দিবারাতি,
যৌবনে যোগিনী সাজ ছিল ও কপালে ;
করিলে প্রেমের পূজা ভাল, ধরাতলে।



বিষাদ-প্রতিমা।

(১)

দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওই,
অশ্রুজলে ভাসে বুক ;
বিচ্ছেদ-অনল তাপে
বিশুষ্ক মলিন মুখ।

(২)

জগত রূপের রাজ্য,
কিন্তু কই ওর মত ;
আছে কি অমন আঁখি—
অশ্রুজলে অবনত ?

(৩)

কাতর নয়ন দিয়ে
প্রকাশিছে যত ব্যথা,
ভাষা কি জানাতে পারে
ব'লে শত শত কথা ?

(৪)

আকুল উদাস নেত্রে
চেয়ে আছে পথপানে ;
আকুলি বিকুলি কত
না জানি উহার প্রাণে।

(৫)

নয়নে পলক নাই,
মুখেতে সরেনা বাণী;
দাঁড়ায়ে রয়েছে যেন
পাষাণ-প্রতিমাখানি।

(৬)

হেরিয়াছি কত দিন
নয়নের প্রীতিকর;
দেখিনাই হেন রূপ
আজি যত মনোহর।

(৭)

এলান কবরীভার
পবনে অলক দোলে;
ভৃঙ্গ যেন সুধা আশে
খেলিছে চাঁদের কোলে।

(৮)

কাঁপিছে অধর দুটী
আঁখি করে ছল ছল;
প্রভাতের ইন্দিবরে
যেন শিশিরের জল।

(৯)

অতুলনা মুখখানি
বিষাদে সরমে মাখা;

পূর্ণিমার চাঁদ যেন
রয়েছে কুয়াশা-ঢাকা।

(১০)

বিভোর আপন ভাবে
অঞ্চল ধরায় প'ড়ে;
মূর্ত্তিমান প্রেম যেন,
দাঁড়ায়ে বিরহ-তীরে।

(১১)

ভেঙ্গেছে মরম বুঝি
ম্লানমুখী জ্যোতি-হারা;
ঊষায় মলিন যথা
চেয়ে আছে শুকতারা।

(১২)

কে বলিবে কি যাতনা
বুক ভরা কত ব্যথা;
দাঁড়ায়ে রয়েছে যেন
একটী বিরহ গাথা।

(১৩)

আছে কিনা আছে প্রাণ
নাহি হয় অনুমান;
অহল্যা পাষাণ যেন
অভিশাপে চিরম্লান।

(১৪)

কনকে গঠিত যেন
প্রাণহীন দেহ মাঝে;
সৃষ্টির সুন্দর দুটী
জীবন্ত নয়ন রাজে।

(১৫)

কি দিয়ে তুলনা দিব,
এমন না দেখি আর;
কোথা আছে এত রূপ
সরলতা প্রেমাধার।

(১৬)

যত চাই, তত ফিরি,
আঁখি চায় ফিরে ফিরে;
অশরীরী হ'য়ে, পদ
কে যেন ধরিছে বিড়ে।

(১৭)

দেখিতে পারিনা আর,
নীরব নয়নাসার;
ওর চেয়ে বাধা ভাল,
কথা ভাল, শতবার।

(১৮)

যে বন্ধন এত দিন
বেঁধেছিল সযতনে;

দাঁড়ায়ে রয়েছে যেন
তাই ধ'রে প্রাণপণে।

(১৯)

বাহ্য-জ্ঞান শূন্য হ'য়ে,
মগ্ন রহিয়াছে ধ্যানে ;
বিশ্ব যেন স্তব্ধ হ'য়ে,
চাহিছে উহার পানে।

(২০)

প্রণয়-বিজয়া আজি,
উৎসবের সমাপন ;
নির্ব্বাপিত সুখ-দীপ,
ছিন্নমালা নিদর্শন।

(২১)

আজি কি আশ্চর্য্য দেখি,
যে দিকে ফিরিয়া চাই ;
বিষাদ-কালিমা ছাড়া
আর যেন কিছু নাই।

(২২)

পাখীরা কুলায় যায়,
গাহিয়ে বিষাদ-গান ;
ম্লান মুখে দিনমণি
অস্ত-গিরি-চূড়ে যান।

(২৩)

মরি কি করুণ দৃশ্য,
আজিকে জগৎ জুড়ে ;
কে যেন গাহিছে কোথা
ভৈরবী করুণ সুরে।

(২৪)

আবার উঠিবে রবি,
নব রাগে নভ'পরে ;
আবার জাগিবে পাখী,
গাইবে মধুর স্বরে।

(২৫)

আবার হাসিবে ধরা,
কাননে ফুটিবে ফুল ;
মধু লোভে ফুলে ফুলে,
ধেয়ে যাবে অলিকুল।

(২৬)

যে কাল বিরহ-নিশা
আমারে গ্রাসিছে হায় !
হবে কি প্রভাত তার—
এ জীবনে পুনরায় ?

(২৭)

যেই সুখ-সূর্য্য আজ,
ডুবিছে বিরহাচলে ;

ভাগ্যাকাশে আর তাহা
উদিবে কি কোন কালে ?

(২৮)

খুলিয়া অঞ্চল হ'তে
যাইতেছে যে রতন ;
আর তাহা নাহি পাব,
করি শত অন্বেষণ।

(২৯)

সৃষ্টির সুন্দর ওই,
কামনার সার ধন ;
প্রেমের পুতুলি ওই,
হৃদয়ের বন্ধন।

(৩০)

আত্মার চেতনা ওই,
বুদ্ধির প্রতিভা মম ;
নয়নের দৃষ্টি ওই,
কর্ণের সঙ্গীত সম।

(৩১)

অঙ্গের পরশ ওই,
চিত্তমাঝে চিন্তামণি ;
জীবনের ধ্রুবতারা,
সুখের অনন্ত খনি।

শ্মশান ।

(১)

এই কি সে পুণ্যভূমি পবিত্র শ্মশান ?
অতি বৃদ্ধ মহাকাল,
রচি দিয়ে অন্তরাল,
উড়ায় যেখানে বসি বিজয়-নিশান ;
এই কি সে পুণ্যভূমি পবিত্র শ্মশান ?

(২)

এই কি সে পুণ্যভূমি পবিত্র শ্মশান ?
যেইখানে সর্ব্ববিভুক্
ভস্ম করে সুখ দুখ,
জীবনের লীলা খেলা হয় অবসান ;
এই কি সে পুণ্যভূমি পবিত্র শ্মশান ?

(৩)

এই কি সে পুণ্যভূমি পবিত্র শ্মশান ?
যথায় আসিয়া নর,
ভুলে যায় আত্মপর,
ভুলে যায় ছোট বড় ভেদাভেদ জ্ঞান ;
এই কি সে পুণ্যভূমি পবিত্র শ্মশান ?

(৪)

এই কি সে পুণ্যভূমি পবিত্র শ্মশান ?
তেজ দম্ভ হিংসা দ্বেষ,
পুড়ে হয় ভস্ম-শেষ,
মান অপমান যেথা সকলি সমান ;
এই কি সে পুণ্যভূমি পবিত্র শ্মশান ?

(৫)

এই কি সে পুণ্যভূমি পবিত্র শ্মশান ?
রাজায় প্রজায় মিলি,
যেথা করে কোলাকুলি,
যেথায় নাহিক ভেদ পাপী পুণ্যবান ;
এই কি সে পুণ্যভূমি পবিত্র শ্মশান ?

(৬)

এই কি সে পুণ্যভূমি পবিত্র শ্মশান ?
জীবনের কর্ম্ম শেষে,
যেখানে সকলে এসে,
অনন্ত বিশ্রাম লভে মুদিয়া নয়ান ;
এই কি সে পুণ্যভূমি পবিত্র শ্মশান ?

(৭)

এই কি সে পুণ্যভূমি পবিত্র শ্মশান ?
যেই যবনিকা তলে,
পায় জীব কর্ম্মফলে,

ইহকাল পরকাল মাঝে ব্যবধান ;
এই কি সে পুণ্যভূমি পবিত্র শ্মশান ?

(৮)

সংসারের অনিত্যতা করিয়া খ্যাপন,
মরা হাড় পোড়া ছাই,
পড়ে আছে সব ঠাঁই,
পাপীর অন্তরে ত্রাস করে উৎপাদন,
ধরায় পবিত্র স্থান কি আছে এমন ?

(৯)

প্রশান্ত গম্ভীর ভাব করি দরশন,
কত কথা হয় মনে,
কিসে যেন প্রাণ টানে,
সংসারের শোক তাপ হই বিস্মরণ,
ধরায় পবিত্র স্থান কি আছে এমন ?

(১০)

সাধিয়া আপন কাজ নর-দেবগণ,
যথা ত্যজি জীর্ণ কায়া,
ভুলে মিছে মোহ মায়া,
মহানন্দে নিত্যধামে করেন গমন ;
ধরায় পবিত্র স্থান কি আছে এমন ?



সংসার।

সাধের সংসার এই কর্ম্ম ভূমি,
বাস করে হেথা নর,
দূর দূরান্তর হইতে আসিয়া
রচিয়া আপন ঘর!

সুখের আশায় করে ছুটাছুটি
ভ্রান্ত হয়ে প্রতিপদে,
সুধা পরিহরি করে বিষ পান,
প্রবেশিয়া মোহ-হ্রদে।

হিংসা দ্বেষ পূর্ণ সবার অন্তর,
কারো নাহি স্নেহ মায়া;
আপনার সুখে আপনি নিরত,
জানে শুধু পুত্র জায়া।

উপাদেয় অন্ন পাতের তলায়,
কারো গড়াগড়ি যায়;
ক্ষুধায় আকুল প্রতিবেশী মরে
তবু না ফিরিয়া চায়।

উচ্চদম্ভে সদা উন্নত মস্তক,
তুচ্ছ বোধ সবে মনে;
চরণে দলিয়া যায় গর্ব্বভরে,
অনাথ আতুর জনে।

স্বার্থপরতায় কঠিন হৃদয়
গলেনা নয়ন জলে,
দীন-আর্ত্তনাদে বধির শ্রবণ
মত্ত সুখ-কোলাহলে।

পর-ধন-লোভে সতত ব্যাকুল,
পর-নিন্দা রসনায়,
পরের বিপদে প্রফুল্ল-মানস
পর সুখে মৃতপ্রায়।

উপবনে ঘেরা আছে কত স্থান
তার পরিমাণ নাই।
এমনি কপাল কাহারো মিলেনা,
মরিবার মত ঠাঁই।

সদাশয় সাধু অতি দীনভাবে
ম্লান মুখে করে বাস;
নরাধম যারা তারা হাসে খেলে
কত করে উপহাস।

মানব নহেত দানব ইহারা
দানবের বাসভূমি,
কেন দয়াময়! অসহায় জীবে
এখানে পাঠাও তুমি।

একে শোকতাপ- ভরা এই ভূমি,
তাহে যদি হিংসা-বিষ,
কোন্ সুখ ভোগ করিতে এখানে,
পাঠাইলে জগদীশ ?

কুহকিনী আশা সুখ-প্রলোভনে
মোহিত করিয়া মন,
হয়ত দারুণ নিরাশা-অনলে
দগ্ধ করে অনুক্ষণ ।

অনন্ত প্রতাপে রাজ্যকরে হেথা,
সর্ব্ববিজয়ী মহাকাল,
মানেনা সময় অসময় কিছু,
ছিন্ন করে স্নেহজাল ।

নবীনা যুবতী করে পতি-হীনা,
পুত্র-হীনা করে মায়,
অনাথ শিশুরে করে মাতৃহীন,
কারো মুখে নাহি চায় ।

ভবের মাঝারে করে বেচা কেনা
যেথা নরনারীচয়,
ভেঙ্গে দেয় হাট তার মাঝে আসি,
এমনি সে নিরদয় ।

না ফুটিতে ফুল ঝ'রে পরে হেথা
না পেতে বসন্ত বায়,
কোথা হ'তে আসে দুরন্ত ঝটিকা
নিমেষে উলটি দেয়।

কুসুমের মাঝে কীটের আবাস,
মৃণাল কণ্টকে গড়া ;
চাঁদের পশ্চাতে রাহু ফিরে সদা
বারিদে বিদ্যুৎ ভরা।

সাগর ভিতরে রতনের পাশে
ভীষণ কুম্ভীর রয় ;
মন্থন করিয়া তুলিতে অমৃত
হলাহল বাহিরয়।

ইহার উপরে করি যদি সবে
নিজে বিষ উদ্গীরণ,
তবে শতগুণে ভাল এর চেয়ে
অরণ্যেতে বিচরণ।

আমি সকলের সকলে আমার
সবে মোরা ভাই ভাই ;
মিছে মোহমদে প্রমত্ত হইয়া
কেন তাহা ভুলে যাই।

একই পিতার, সন্তান সকলে
একই ভবনে বাস,
এক রবি শশী বিতরে আলোক
এক দিন, বর্ষ, মাস।

একই আকাশ শিরে চন্দ্রাতপ
একই পবন বহে,
এক অভিধানে সবে পরিচিত
ভেদ মাত্র কিছু নহে।

হেন শুভ দিন হবে কি ধরায়,
সবে ভাই ভাই মিলি,
স্নেহ-আলিঙ্গনে বাঁধিবে সবায়
উচ্চ নীচ যাবে ভুলি।

তাই কর প্রভো! বিতর করুণা
শান্তি-সুধা কর দান,
যা'ক হিংসা দ্বেষ গর্ব্ব অত্যাচার
ছাই হ'ক অভিমান।

শিখাও কাঁদিতে পরের ক্রন্দনে
পর কার্য্যে দিতে প্রাণ,
পরের মঙ্গল— মন্দিরে করিতে
আত্ম-সুখ বলিদান।

ভালবাসা।

ভালবাসা নন্দনের পারিজাত ফুল,
সৌরভেতে মন প্রাণ করে সমাকুল ;
তাহার মোহন রূপে কি দরিদ্র কিবা ভূপে
বিমুগ্ধ হইয়া সবে, করে আকিঞ্চন,
অপরূপ রূপ তার কুহক এমন।

ভালবাসা শাপভ্রষ্ট স্বরগের ধন,
অতুলনা ধরা মাঝে অমূল্য রতন ;
কি ছার পার্থিব ধন, থাকিলেও অগণন
ভূপতি ভিখারী হয়, অভাবে তাহার,
সে ধনের বলে দীন, রাজ রাজেশ্বর।

ভালবাসা সুদুর্লভ সুধার সমান,
প্রণয়ীকে প্রেম দিয়ে করে স্বর্গ দান ;
বিনশ্বর এই নরে ; নরকে অমর করে,
শোক তাপ জ্বালা সব পরশে বিদূর,
কি আছে ধরায় আর এমন মধুর ?

ভালবাসা মরুভূমে স্রোতস্বিনী প্রায়,
তাপিত বিশুষ্ক প্রাণ সিক্ত হয় তায়,
শুষ্ক হৃদে থাকে যদি, বহায় প্রেমের নদী,
ভাসায়ে হৃদয় মন, তরঙ্গে মাতায়,
দুঃখ-দগ্ধ হৃদে সুখ-কমল ফুটায়।

ভালবাসা রূপহীনে রূপ করে দান,
প্রাচীনে যৌবন দেয়, মৃতকল্পে প্রাণ।
ভালবাসা-স্নিগ্ধ-করে হৃদয়ের তম হরে,
কুসুম-কোমল করে কঠিন পাষাণ,
পরশে গরল হয় অমৃত সমান।

ভালবাসা সুবাসিত সুশীতল জল,
হেরিলে অমনি হয় পিপাসা প্রবল;
কিন্তু যত কর পান, তত অবিতৃপ্ত প্রাণ
সমস্ত জীবনে তার মিটিবেনা আশা,
যত পাও, তত চাও, কেবল পিপাসা।

ভালবাসা দূর হ'তে তটিনীর প্রায়,
মনে হয় ওই বুঝি কূল দেখা যায়,
যতই নিকটে যাবে তীর আর নাহি পাবে
অনন্ত অসীম যেন মহা পারাবার,
অনন্ত জনমে অন্ত নাহি পাবে তার।

ভালবাসা যার হৃদে পশে একবার,
ভালবাসা হয় তার জীবনের সার,
সেই ধর্ম্ম, সেই কর্ম্ম, ফাটে যদি তায় মর্ম্ম,
তবু না ছাড়িতে পারে, এমনি সে ধন;
ভালবাসা হৃদয়ের পরশ রতন।

মিলন ও বিরহ।

(১)

চাহিনা মিলন তার বিরহই ভাল,
মিলন আঁধারময় বিরহ সে আলো।
মিলনে সে এক বিন্দু,
বিরহে অকূল সিন্ধু,
নাহি পাই কূল;
হৃদয়ের সব শূন্য,
প্রেমে হয় পরিপূর্ণ,
ভাসায় দু'কূল।

(২)

মিলনে পাইনা তারে, আমি হই তার,
বিরহে সে শতরূপে হয় আপনার।
মিলনে একটী ধারে.
বিরহে জগত জুড়ে,
যে দিকেই চাই;
তারি কথা, তারি হাসি,
শুধু তারি রূপ রাশি,
আর কিছু নাই।

(৩)

মিলনে নিকটে থাকি ভাবি ব্যবধান,
বিরহে নহেক দূরে তিল পরিমাণ।
মিলনে সবাই পর,
দূর হ'তে দূরতর,
শিথিল বন্ধন ;
বিরহে নহেক ছাড়া,
সকলে আমার তারা
অঞ্চলের ধন।

(৪)

মিলনে নীরব প্রেম, ফল্গুর আকার,
বিরহে উথলি উঠে প্রেম-পারাবার।
মিলনে নীরব ভাষা,
মিলনে ফুরায় আশা,
সুখ নাহি তায় ;
বিরহেতে তরু লতা,
তাহারাও কয় কথা,
সচেতন প্রায়।

(৫)

মিলন আবেশময় নিদ্রার স্বপন,
বিরহ সে দীপ্তিময় চির জাগরণ।

রবি শশী গ্রহ তারা,
রজত জোছনা ধারা
কল্পনার ধন;
বিরহে সকলে ঘুরে,
মিলনে রহেক দূরে
পরের মতন।

(৬)

মিলনেতে শ্রান্ত হিয়া সুখে অবসাদ,
বিরহে জাগায় প্রাণে নব নব সাধ।
হৃদয়ে প্রেমের বাতি,
—যেন তারকার ভাতি,—
অক্ষয় কিরণ;
নশ্বর প্রেমের লতা,
ফল ফুলে সুশোভিতা,
চারু দরশন।

(৭)

মিলনে পোহায় নিশি আঁখি পালটিতে,
বিরহের দীর্ঘ রাত্রি না চাহে কাটিতে।
মিলনে মানবী ভাবি,
বিরহে নেহারি দেবী,
অনন্ত রূপিনী;

নাহি তৃষ্ণা, নাহি ক্ষুধা,
পান করে স্বর্গ-সুধা
বিশ্ব বিমোহিনী।
এমন বিরহ ছাড়ি কাজ কি মিলনে,
বিরহে হেরিব তারে শয়নে স্বপনে।



তন্ময়তা।

এ'লাম তোমার কাছে লইয়া বিদায়,
এখনো সে অশ্রু আছে নয়নে লাগিয়া,
কোন্ দিকে কোন্ পথে আসিয়া হেথায়
দাঁড়াইয়া আছ, মোর পথ আগুলিয়া।
বুঝিতে পারিনা আমি, দাও বুঝাইয়া,
একি সব ভোজবাজী প্রহেলিকা ময় ;
যে দিকে ফিরাই আঁখি, তুমি দাঁড়াইয়া,
রাখিওনা মোহ ঘোরে ঘুচাও সংশয়।
আকাশে নিবসে চন্দ্র রবি গ্রহ তারা,
কি আশ্চর্য্য চেয়ে দেখি, সেখানেও তুমি ;
জল স্থল, তরু লতা, নাহি তোমা ছাড়া,
ব্যাপিয়া অনন্তরূপে আছ বিশ্ব-ভূমি।
কোথায় ফেলিব পদ, সব তুমি-ভরা,
ছেড়ে দাও পথ মোরে, অরুণ-অধরা।



কেন্দ্র।

কোথাও পারিনা যেতে তোমারে ছাড়িয়া
অয়ি মায়াবিনি !
ঘুরিতেছি চারিদিকে তোমারে বেড়িয়া,
দিবস যামিনী।

কি যে আকর্ষণ তোর, কি কঠিন প্রেম-ডোর,
ছাড়াতে পারিনা প্রাণপন,
করিলাম কতবার, বিফল সাধনা তার,
দৃঢ়তর হয় সে বন্ধন।

গীত-গন্ধ-পুষ্প-ভরা, সুখময়ী বসুন্ধরা,
সকলের আনন্দের ধাম,
আমি শ্রান্তি-নিদ্রা-হীন, ভ্রমিতেছি নিশিদিন
মোর হেথা নাহিক বিশ্রাম।

তুচ্ছ কীট পশু পাখী, তাহারাও কত সুখী,
সকলের আছে স্বাধীনতা ;
আমারে বাঁধিয়া কেন, যাতনা দিতেছ হেন,
কোন্ দোষে এত নিষ্ঠুরতা ?

কঠিন তোমার হিয়া, নির্ম্মাণ পাষাণ দিয়া,
শ্রান্ত হেরি নাহি হয় দয়া,
করিলাম আত্মদান, তবু টলিলনা প্রাণ
নারী প্রেম পিশাচের মায়া।

বলে দাও কতকাল কাটিবে এ মোহজাল,
ছুটে যাব অনন্তের পথে,
থাকুক মনের সাধ, জীবনের অবসাদ,
দূর করি চড়ি মনোরথে।

নতুবা টানিয়া লও আপনার কাছে,
পাষাণ-গঠিতে !
পূর্ণকর আজি শত জনমের সাধ—
তোমাতে মিশিতে।



কল্পনা।

প্রেমের প্রতিমা তুমি, সৌন্দর্য্যের রাণী,
বসন্তের রঙ্গভূমি ওই তনু খানি।
নিত্য প্রেম-ফুলে মালা গাঁথিয়া যতনে,
পরায়ে তোমার কণ্ঠে, সুখী হই মনে।
কত কোটী আছে লোক এই ধরাতলে,
তোমারে বেসেছি ভাল, তা সবারে ফেলে।
ইহাই পরম সুখ সৌভাগ্য আমার,
তুমি ছাড়া জগতে কি আছে কামনার?
সত্যবটে "তুমি মোর" কল্পনা আমার,
হ'ক দেবি! তাই মোর সান্ত্বনা অপার।
অনিন্দিত অতুলনা কল্পনার ধন,
সুখদ ইহার চেয়ে কি আছে এমন?
কল্পনা সত্যের চেয়ে ভাল শতগুণে,
বনদেবী তুমি মোর কল্পনা-কাননে।
এত নিত্যধাম নয়, যাহা কিছু যত,
সকলি কল্পনারূপে হবে পরিণত।
তবে আর মিছে কেন পাইতে বাসনা,
তুমি থাক তোমা লয়ে, আমার কল্পনা।
নাই বা বাসিলে ভাল, কেবা তাহা চায়,
আমি নিত্য প্রেমাঞ্জলি দিব ওই পায়।

তুমি ও আমি।

তুমি রূপ, আমি আঁখি তাই সদা চেয়ে থাকি,
অনিমিষে ভাবেতে বিভোর,
তুমি আকাশের শশী, বিতর অমৃতরাশি,
আমি তার পিয়াসী চকোর।

সৌন্দর্য্যের রঙ্গভূমি নূতন বসন্ত তুমি,
আমি তায় মলয় পবন ;
মৃদুল তরঙ্গ রঙ্গে বহিয়া তোমার অঙ্গে,
করি মম সফল জীবন।

তুমি পরিপূর্ণ সুধা আমি রাহু, ভরা ক্ষুধা,
বুকে জ্বলে দীপ্ত হুতাশন ;
তাই সদা কাছে আসি পিয়িতে ও সুধারাশি,
জুড়াইতে তাপিত জীবন।

তুমি আলো, আমি ছায়া, তোমাতে মিশায়ে কায়া,
চিরদিন রব নিরন্তর ;
তুমি বুদ্ধি, আমি স্মৃতি, তুমি ধর্ম্ম, আমি নীতি,
নহি কভু তিলেক অন্তর।

নহে ইহা মোহমায়া, ধূলিতে মিশালে কায়া,
তবু নাহি হবে ব্যবধান ;
ছাড়াতে নারিবে মোরে, শত জন্ম জন্মান্তরে,
এক সূত্রে রবে দু'টী প্রাণ।

যমুনা পুলিনে রাধা।

অস্তাচলে রবি পড়েছে ঢলি,
কাননে পাখী সব করে কাকলি;
কুসুম বাস ভায়
বহে মলয়া বায়,
নিকুঞ্জে ফুটিয়াছে কুসুম কলি ;
আকাশে চেয়ে দেখে তারকাবলী।

কলসী লয়ে কাঁখে, পরি গাগড়ী,
যমুনা জলে আসে গোপ কুমারী ;
কুম্ভে জল ভরি,
চলেছে সারি সারি
রূপেতে বন পথ উজল করি,
কথায় উঠে যেন সুধা লহরী।

যমুনা তীরে বসি রাধা একাকী,
শ্যামের আশাপথ আছে নিরখি,
প্রেমেতে মাতোয়ারা,
নয়নে বহে ধারা,
ভাবিছে শ্যাম তার আসিবে নাকি ?
বাঁশি কি বাজিবে না রাধারে ডাকি ?
নীরবে ভাবে মনে বিবশা প্রায়,
যমুনা কুলু কুলু সাগরে ধায় ;

কোথা সে শ্যামরায়,
বিকানু যার পায়,
জীবন যৌবন প্রেমেরি দায় ;
সে কোথা ভুলে আজি আছে রাধায়।

এমনি সাঁঝ বেলা নিতুই আসে,
আদরে প্রেমভরে মধুর ভাষে,
শিরে বাঁধা চূড়া,
কটীতে পীত ধড়া,
অধরে প্রাণহর মধুর হাস,
বাঁধিয়া প্রেমডোরে বসায় পাশ।

বলয় কঙ্কন মতিম হার,
কৃষ্ণ বিনা লাগে সকলি ভার ;
শিথিল কেশ পাশ,
শিথিল দেহ বাস,
অসার প্রাণ মন, অবশ দেহ,
বিনা সে নটবর শ্যামের স্নেহ।

এলনা বুঝি আজি সে মন চোর,
ধরণী হয়ে আসে আঁধারে ঘোর ;
মলয়া ফুল মালা,
সকলে দেয় জ্বালা,
নয়নে রহে গেল নয়ন লোর,
এলনা আজি বুঝি সে মন চোর।

অভিসার।

বাজিল বাঁশরী, গহন বিপিনে,
আকুল রাধার প্রাণ;
ঘুমান হরিণী, যেন রে জাগিল,
শুনিয়া ব্যাধের গান।

যে স্বর শুনিয়া সাগরগামিনী
যমুনা উজান বয়,
বন্য পশু পাখী ত্যজিয়া কবল
স্তবধ হইয়া রয়।

কদম্ব শিহরে গুঞ্জরে ভ্রমর,
প্রকৃতি পুলকে ভরে,
সে স্বর শুনিয়া অবলা কামিনী
কেমনে ধৈরয ধরে।

তাহে রাধা ব'লে বাজায়ে মুরলী,
মদনমোহন কালা,
বিরহী রাধার আকুল পরাণে,
বাড়ায় দ্বিগুণ জ্বালা।

গাঢ় অন্ধকার গভীরা রজনী
জলদ গগন গায়;
মেঘ গুরু গুরু গরজে সঘনে
চপলা চমকে তায়।

গহন বিপিন লুপ্ত পথ রেখা,
সুপ্ত চরাচর যত ;
এ ঘোর নিশীথে বৃকভানু-সুতা,
শ্যাম অভিসারে রত।

আলু থালু বেশ শিথিল কবরী,
রসনা নিতম মূলে,
চরণে নূপুর, শ্রবণে কুণ্ডল,
গজেন্দ্রগামিনী চলে।

নিকুঞ্জ কাননে, অধরে মুরলী
যথায় বিনোদরায় ;
প্রেমে মাতোয়ারা রাধাবিনোদিনী
শ্যাম দরশনে ধায়।



সেই ভাল।

আমি দিই তুমি শুধু লও,
শত সুখ-দুঃখ-ভরা, অশ্রু জলে সিক্ত করা,
হেন প্রেম, তুমি কেন বও।

তোমার কোমল প্রাণ, ভেঙ্গে হবে শত খান,
পারিবে না সহিবারে এত,
মহিমা-গিরির মাঝে, রাজরাজেশ্বরী সাজে,
ব'সে থাক মহিষীর মত।

বহিলে মলয় বায়, যে ব্রততী নতকায়,
সে কি সয় ঝটিকা-পীড়ন;
তরুণ-তপন করে, যে ফুল শুকায়ে পড়ে,
রবি তার নহেক শোভন।

আমিত সকলি পারি, বুকে ধরি অগ্নি-গিরি,
বাস মোর দুঃখের সাগরে,
সমুদ্রে শয়ন যার, শিশিরে কি ভয় তার,
অন্ধ ভয় আঁধারে কি করে।

তুমি কেন কর আশা,— জাগাইয়া নব তৃষা,
অশান্তির করিতে স্বজন,
যাহা আছ, সেই ভাল, জ্বালিতে নূতন আলো,
গৃহে অগ্নি ক'রনা অর্পণ।

অশ্রু।

(১)

কেন সখি বার বার মুছিতে বলিস আঁখি ?
বিরহের সুখশান্তি এর চেয়ে আছে বা কি ?
জানাতে মরম কথা,
ঘুচাতে হৃদয় ব্যথা,
অশ্রুসম এজগতে আর কিবা আছে বল,
শত ভাগিরথী চেয়ে সুপবিত্র নিরমল।

(২)

অশ্রু কি শুকায় কভু, সাগর কি সেঁচা যায়,
ভালবাসা পারাবার,
হৃদয়ে ধরে না আর,
তাই অশ্রু রূপে সদা আঁখি দিয়ে বাহিরায়।

(৩)

যে আগুণে হৃদি মন পুড়িয়া হতেছে ছাই,
সে বিষম দাবানলে,
পারে না সিন্ধুর জলে,
আঁখি যেই বারি ঢালে, বাঁচিয়া রয়েছি তাই।

(৪)

সকলে গিয়াছে চলে, আছে সেই সহচর,
সে মোর পালায় যদি,
শুকাবে প্রেমের নদী,
মরুময় হবে হৃদি, শূন্য হবে চরাচর।
পড়িতে দেখিলে অশ্রু কাহারো হৃদয়ে বাজে,
যাহার নয়নে বহে, তাহারে সুন্দর সাজে।



পতঙ্গের প্রতি ।

কোথা যাস্ রে পতঙ্গ শোন্‌রে অজ্ঞান !
রূপের কুহকে ভুলে হইয়া পাগল,
কেন মূঢ় সাধে সাধে হারাইবি প্রাণ,
সৌন্দর্য্য সুখের নয় যাতনা কেবল ।
রূপের কুহক বটে বড়ই প্রবল,
তা বলে কি দিবি প্রাণ, অনলের পায় ?
বাসনার বহ্নি রাশি করিতে শীতল,
আলিঙ্গন করিবি কি জ্বলন্ত শিখায় ?
সম্মুখে জ্বলিছে ওই দীপ্ত হুতাশন,
প্রবেশিলে একবার উহার ভিতর,
তোর ক্ষুদ্র ক্ষীণ প্রাণ রবে কতক্ষণ,
আর না আসিতে ফিরে পাবি অবসর ।
যদি বা আসিস্ ফিরে দগ্ধপক্ষ হয়ে,
আসিবি সকল আশা বিসর্জ্জন দিয়ে ।



বৃন্তচ্যুত ফুল।

কার পানে চেয়ে চেয়ে, সারাটী যামিনী জেগে,
প্রভাতে রয়েছ পড়ে, অভিমানে ধুলি মেখে।
থাকুক সুবাস, মধু, হউক কোমল প্রাণ,
বিশাল জগতে হায় আর তোর নাহি স্থান।
বড় সাধে এসেছিলি ফুটিতে ধরার মাঝে,
এসে শুধু চলে গেলি, লাগিলিনা কোন কাজে।
নিরুপমা ও মাধুরী দেবতার মন হরে,
কেহনা দেখিল চেয়ে, আদরে না নিল করে।
বৃথায় রোপিয়া ছিলি হৃদয়ে আশার লতা,
কঠিন ধরণী এ যে, সব সাধ মিটে কোথা?



সাধ।

সাধ যায় সখি! তোমারে লইয়া,
যাইতে নূতন দেশ;
নাহিক যেখানে বিরহ-বেদনা,
ছলনা চাতুরী দ্বেষ।

থাকিবে সেখানে চাঁদের জোছনা,
বহিবে মলয় বায়;
কানন উজলি থাকিবে কুসুম
গুঞ্জরিবে অলি তায়।

না রবে নিদাঘ বরষা হিমানী,
শুধু রবে ঋতুরাজ;
প্রকৃতি সুন্দরী তুষিতে মোদের,
ধরিবে নূতন সাজ।

তার মাঝে তুমি কুসুম আসনে,
কুসুম ভূষণ পরি;
কুসুমের হার গাঁথিবে বসিয়া,
বনদেবী রূপ ধরি।

সম্মুখে বহিবে প্রেমের যমুনা,
প্রেমের তুফান তুলি;
প্রেম-কদম্বের মূলেতে বসিয়া
হেরিব নয়ন মেলি।

কভু কূলে কূলে ভ্রমিব দুজনে
প্রেমে মাতোয়ারাপ্রাণ;
মুক্ত কণ্ঠে বন- বিহঙ্গের মত,
কখন ধরিব গান।

কভু মুখোমুখি বসিয়া দুজনে,
হেরিব নয়ন কোণে;
মরমের কথা মুখে না ফুটিবে
মন হ'তে যাবে মনে।

কভু ঊর্দ্ধ মুখে বিমুক্ত কুন্তলে,
চাহিবে আকাশ পানে;
আমি দূরে বসি তব মুখ শশী,
আঁকিব আপন প্রাণে।

যেখানে যাইব সেখানে বিরল,
শুনিবেনা কেহ কথা;
দিবসে নিশিতে দুজনারে ঘিরি
জাগিরবে বিজনতা।

পর পার হ'তে বীণার ঝঙ্কার
আসিবে বায়ুতে ভাসি ;
শুনি চমকিত হইয়া জাগিবে
সুপ্ত বাসনা রাশি।

দারুণ আলসে আঁখি পাঁতা দুটি,
মুদিয়া আসিবে যবে ;
উরু-উপাধান শিথান করিয়া,
অকাতরে ঘুমাইবে।

শিয়রে বসিয়া রহিব জাগিয়া,
চাহিব তৃষিত চোখে ;
স্বপনে যখন উঠিবে চমকি,
টানিয়া লইব বুকে।

এত লোক জন এত কোলাহল,
এ নহে তোমার ঠাঁই ;
কি জানি কখন হারাই হারাই,
মনে বড় ভয় তাই।



অর্ঘ্য দান।

(১)

কে তুমি আসিলে বালা সুধাপাত্র লয়ে,
অধরে মধুর হাসি,
উছলিছে রূপ রাশি,
হেরি শশী দুখে ধরে কালিমা হৃদয়ে,
অঙ্গের সৌরভ ভারে,
স্বর্গ পারিজাত হারে,
মহিমা-মণ্ডিত দেহে লাজ-নত হয়ে,
কে তুমি আসিলে বালা সুধাপাত্র লয়ে ?

(২)

অপ্সরী, কিন্নরী তুমি, কিম্বা বিদ্যাধরী,
উর্ব্বশী কি তিলোত্তমা,
চিত্রলেখা মনোরমা ?
আসিয়াছ অন্ধকার করি স্বর্গপুরী ;
পবিত্র ও দেহ মন,
নহেত পার্থিব ধন,
সরলতা পূর্ণ কিবা ও রূপ মাধুরী,
অপ্সরী, কিন্নরী তুমি কিম্বা বিদ্যাধরী ?

(৩)

মূর্ত্তিমতী বসন্ত কি তুমি সুহাসিনি !
হের তব আগমনে,
হৃদয়-নিকুঞ্জ বনে,
সহসা ধরিল পাখী ললিত রাগিনী ;
মুঞ্জরিল তরুকুল
ফুটিয়া উঠিল ফুল
আনন্দে ধাইছে আজি প্রণয়-হরিণী,
মুর্ত্তিমতী বসন্ত কি তুমি সুহাসিনি !

(৪)

কেমনে জানিলে তুমি এ হৃদয় খালি,
চির শূন্য এ আসন
করিবে কি সুশোভন ?
এ যে শুধু মরুভূমি ভরা তপ্ত বালি ;
বসে ছিনু পথ চেয়ে,
ক্রমে বেলা যায় বয়ে,
ভেবে ছিনু এ জীবন কারে দিব ডালি !
কেমনে জানিলে তুমি এ হৃদয় খালি !

(৫)

শুনেছ কি অভাগার নীরব আহ্বান
আমার এ আকুলতা
তোমারে দিয়েছে ব্যথা ?
তুমিও কি এই বিশ্বে পাওনাই স্থান ?

এ পাথারে আহা মরি!
একা তুমি বাহ তরি,
ঠেলিয়া ভষণতম তরঙ্গ তুফান ?
তোমার ও কি কেহ নাই আমার সমান ?

(৬)

লহ অর্ঘ্য ভার তবে, করি কৃতাঞ্জলি,
কর তবে অধিষ্ঠান,
সার্থক হউক প্রাণ,
পূজিব যতনে, দিয়ে প্রেম-কুন্দকলি,
আতিথ্যের উপচার,
যাহা আছে অভাগার,
যতনে সকলি দিব ও চরণে তুলি,
লহ অর্ঘ্যভার তবে, করি কৃতাঞ্জলি।



মোছ আঁখি।

মোছ আঁখি, কর হাসি মুখ
দেখে যাই বিদায়ের ক্ষণে ;
কালের কুটিল গতি যদি,
ফিরে হেথা আর নাহি আনে

মৃত্যু যদি মাঝখানে আসি,
ক'রে দেয় চির-ব্যবধান ;
তবে আর দেখিতে না পাব,
হাসিভরা প্রফুল্ল বয়ান।

মিলনের সুখস্মৃতি যত,
মনে হবে শুধু স্বপ্নজাল ;
জেগে রবে হৃদয়—মন্দিরে—
অশ্রুময় বিদায়ের কাল।

তাই বলি আজি আঁখি হ'তে
মুছে ফেল নয়নের-জল ;
হাসি মুখে দুটী মিষ্ট বাণী
সঙ্গে দাও পথের সম্বল।



দলনীর বিষপান ।*

(১)

দেরে দাসী কালকূট বিলম্ব না সহে,
দলনীর পাপ প্রাণ,
ধরায় পাবে না স্থান,
হারায়ে পতির প্রেম কাজ কিরে দেহে ;
কেমনে বুঝাব তোরে
কি আগুণে প্রাণ পোড়ে,
কি জ্বলন্ত শিখা আজ ধমনীতে বহে,
দেরে দাসী কালকূট বিলম্ব না সহে।

(২)

এই নে হীরার কণ্ঠী, রত্ন-আভরণ,
বলয় কঙ্কন হার,
যত আছে অলঙ্কার,
সব আজ তোর হাতে করি সমর্পণ ;
কেন তুই বিষ ধ'রে,
দাঁড়ায়ে রহিলি দূরে,
শুধু জনমের শোধ এই কথা শোন,
এই নে হীরার কণ্ঠী রত্ন-আভরণ।

* পুজ্যপাদ ৺বঙ্কিম বাবুর—চন্দ্রশেখরের দলনী অবলম্বনে লিখিত।

(৩)

বিষ আর বিষ নহে নিকটে আমার,
সে আজ পরম সুধা,
মিটাইবে সব ক্ষুধা,
যে আমার সার ধন সর্ব্ব কামনার,
যার তরে নারীজন্ম,
যে আমার ধর্ম্ম-কর্ম্ম,
বিষপানে প্রাণ দিতে আদেশ তাঁহার,
বিষ আর বিষ নহে নিকটে আমার।

(৪)

কেন অশ্রু! এ সময় বহিস নয়নে,
আজি আনন্দের দিন,
শুধিতে পতির ঋণ,
হেন শুভ অবসর পাব কি জীবনে;
হাসি মুখে যদি প্রাণ,
করিতে নারিনু দান,
ধিক দলনীর প্রাণে, ধিক এ মরণে!
কেন অশ্রু! এসময় বহিস নয়নে?

(৫)

মহাপাপী ওরে তকী, কি দেখিস চেয়ে,
তোর মত দুরাচার
ভূমণ্ডলে নাহি আর,
যে বাদ সাধিলি আজ, তুই দাস হ'য়ে;

পতি পদে যদি মন,
রেখে থাকি অনুক্ষণ,
মরিবি মরিবি এর প্রতিফল পেয়ে ;
চির বাসস্থান হবে অনন্ত নিরয়ে।

(৬)

প্রভুর প্রদত্ত অন্নে ধরিয়া জীবন,
এইরূপে ঋণ শোধ,
করিলি কি হা নির্ব্বোধ !
অবহেলে ধর্ম্ম ধনে দিলি বিসর্জ্জন ?
বামন হইয়া সাধ,
ধরিতে আকাশ চাঁদ,
পদরেণু হ'য়ে তো'র দুরাশা এমন,
বজ্র কেন শিরে তোর হ'লনা পতন !

(৭)

দেখাইতে এসেছিলি মরণের ভয়,
পতির আদেশে মরা,
সে মরণে সুখ ভরা,
সতী নারী ভাবে তায় নিজ ভাগ্যোদয় ;
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যদি,
হয় মোর প্রতিবাদী,
তথাপি প্রভুর আজ্ঞা পালিব নিশ্চয়,
তুই মোরে কি দেখাবি মরণের ভয়।

(৮)

কোথা তুমি জাঁহাপনা দেখিলে না আসি,
উদ্দেশে চরণে নাথ!
করি শত প্রণিপাত,
অন্তিম বিদায় আজ লইতেছে দাসী ;
ধৰ্ম্ম যদি থাকে ভবে,
অবশ্য শুনিবে তবে,
অভাগিনী তব পদে নহে অবিশ্বাসী ;
কোথা তুমি জাঁহাপনা দেখিলে না আসি।

(৯)

তোমার আদর নাথ! অমৃত সমান,
দাসীর ভাগ্যের দোষ,
তার বিনিময়ে রোষ,
মিলায়ে দিয়াছে আজ দুরন্ত সয়তান,
তার কাছে তুচ্ছ বিষ,
যে যাতনা অহর্নিশ
অন্তরে পেতেছি তাহা জানে ভগবান,
তব অসন্তোষ সে যে বিষদিগ্ধ বাণ।

(১০)

মরি আমি, বিন্দুমাত্র দুঃখ নাই তায়,
শুধু এই খেদ মনে,
জীবনের শেষ ক্ষণে,
রাখিতে নারিনু শির তব রাঙ্গা পায়,

অধীনীর কাছে বসি,
তুমি এ গরল রাশি,
কেন নাথ! হাতে তুলে দিলে না আমায়?
মরি আমি, বিন্দুমাত্র খেদ নাই তায়।

(১১)

তোমারি আদেশে নাথ! করি বিষপান,
এই দেহ, এই মন,
তব পদে সমর্পণ,
তুমি যদি লও, তাহে কেন হ'ব ম্লান?
তুমি যদি বল নিতে,
শত বজ্র বুক পেতে,
হাসিয়া লইব তাহা কুসুম সমান,
তুমি যে আরাধ্য মম দেবতা মহান।

(১২)

জীবিতেশ! প্রাণেশ্বর! এস একবার,
মুদে আসে আঁখিতারা,
আঁধার হ'তেছে ধরা,
শরীর—শিথিল-গ্রন্থি, মানস অসার,
আর দেখিব না হায়!
সকলি ফুরায়ে যায়,
চলিল জন্মের মত দলনী তোমার;
জীবিতেশ! প্রাণেশ্বর! এস একবার।

(১৩)

"যুক্তকরে, ঊর্দ্ধমুখে বসি জানু'পর,
অচঞ্চল আঁখিতারা,
বিগলিত—শতধারা,
ঘনশ্বাসে প্রকম্পিত রক্তিম অধর,
পতিপদ ধ্যান করি,
পরমেশ নাম স্মরি,
ঢলিয়া পড়িল দেহ ধরার উপর,
উড়িল জন্মের মত ত্যজিয়া পিঞ্জর।



প্রেমিকের প্রার্থনা।

দয়াময়!

দিলে যদি দয়া ক'রে,
প্রেম-সুধা এ ধরায়,
বিচ্ছেদ-গরল কেন
মিশায়ে দিয়েছ তায়?

মরুময় এ সংসারে,
দিলে যদি প্রেম-নদী,
ভীষণ কুম্ভীর তায়
বাসে কেন নিরবধি?

প্রণয়-কুসুম যদি,
ফুটালে সংসার-বনে,
কীটের আবাস ভূমি
তার মাঝে কি কারণে?

দিয়াছ সৌরভ তার
কেন এত মনোহারী;
কেন মুগ্ধ করিতেছ
জগতের নর নারী?

যদিই করিলে তারে,
এত চারু দরশন,
তাহে করিয়াছ কেন,
জ্বালাময়-পরশন ?

প্রেম-উপবন কেন
নিরাশা-কণ্টকে ভরা
কেন ফুটাইয়া পদে,
করিছ জীয়ন্তে মরা ?

সৃজন করেছ এই,
এতদিন ভুমণ্ডল,
ভালবেসে বল কার,
পড়ে নাই অশ্রুজল ?

করিবে দুর্লভ যদি
জান তাহা মনে মনে,
যন্ত্রণা বাড়াতে তবে,
সৃজিয়াছ কি কারণে ?

শশধরে করিয়াছ
তুমিইত শোভাময়,
রাহু কেন তার পিছে
সৃজিয়াছ দয়াময় ?

পিয়িতে মেঘের জল
শিখায়েছ চাতকীরে,
মাঝে মাঝে বজ্রাঘাত
কর কেন তার শিরে ?

তোমার সৃষ্টির তত্ত্ব
তুমি জান অন্তর্য্যামী,
নন্দন কানন কেন
দৈত্যের আবাস ভূমি ?

ভুজঙ্গের শিরে কেন,
রেখেছ উজ্জ্বল মণি ;
সাধের প্রণয় কেন
করেছ দুঃখের খনি ?

মিটিবে না যদি নাথ !
কখন প্রেমের আশা ;
নাশ নাথ ! নাশ তবে
প্রাণের দারুণ তৃষা।

দুঃখই দিবার যদি
করেছ নিতান্ত মন ;
তাই দাও, তার মাঝে
কেন সুখ-প্রলোভন ?

দিয়ে হরে’ লবে যদি,
অবশেষে সে রতন,
দিব বলে’ আগে হ’তে
কেন এত আয়োজন ?

প্রণয়-প্রতিমা গড়ে
পূজিবারে যত জন,
না হইতে পূজা, হয়
সকলের বিসর্জ্জন।

অনলের রূপ যথা
দহিতে পতঙ্গগণ,
মানবের তরে বুঝি
ভালবাসা-হুতাশন ?

করেছ বারিধি-বারি
এত যদি সুশীতল
আবার রেখেছ কেন,
তাহাতে বাড়বানল ?

যে তুলিল সুধা দিয়ে
আনন্দের কোলাহল,
কেন তাহা হ’তে উঠে
পরিশেষে হলাহল ?

পিপাসা-কাতর জনে
দিয়ে সুশীতল বারি ;
না পিয়িতে কেন, তার
হাত হ'তে লও কাড়ি ?

কেবল দহিতে তারে
কেন এত প্রতারণা ?
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা বহ্নি,
জাননা কি কি যাতনা ?

তুমিই ক'রেছ নরে
সকল জীবের রাজা,
প্রেমের নিকটে কেন
দাও তারে এত সাজা ?

বুঝিতে পারিনা নাথ !
কিরূপ প্রেমের খেলা,
মানবের প্রাণে প্রভো !
এতই কি অবহেলা ?

অন্তর্য্যামী হ'য়ে তুমি,
দেখ নাকি কি যাতনা ;
কার্য্য নাই সুখে নাথ !
আর খেলা খেলাওনা।

দিব বলে' নাহি দিয়ে
সতত দহিছ প্রাণ,
খেলনা দিবেনা যদি
কর খেলা অবসান।

মোহিতে মানব-মৃগ
প্রেম বুঝি বংশীরব,
অথবা মরুতে বুঝি
মরীচিকা উৎসব ?

দিবে নাক যাহা কভু,
তবে তার আশা কেন ;
নিরাশা-অনলে ফেলি
দহিওনা আর যেন।

না চাই পার্থিব-ধন
নাহি চাই ভালবাসা,
তব প্রেম দিয়ে নাথ !
পূরাও অনন্ত-তৃষা।

যে প্রেমে বিচ্ছেদ নাই
নাহি লোক লজ্জাভয় ;
যা' দিয়েছ সব নিয়ে
তাই দাও দয়াময় !

যে প্রেমে নিরাশা নাই
নাই অশ্রু দীর্ঘশ্বাস ;
যাহাতে অবজ্ঞা নাই,
নাই হাস্য উপহাস ;

যে প্রেমে গঞ্জনা নাই
নাহি যা'য় মনস্তাপ,
যে প্রেমের বলে ভবে
ঘুচে যায় সর্ব্ব পাপ ;

যে প্রেমে অতৃপ্তি নাই
অপূর্ণ পূরিয়া যায়,
যে প্রেমের বিন্দুমাত্রে
নরে অমরত্ব পায় ;

ছাড়িয়া সংসার-বাস
যার তরে যোগী ঋষি ;
অরণ্যে অরণ্যে সদা
ভ্রমিছেন দিবানিশি ;

সেই প্রেম দাও নাথ !
সেই প্রেমে কর বলী,
নাশিয়া অজ্ঞান-তম ;
ফুটাও মানস-কলি।

অনুতপ্ত জনে নাথ !
করিয়া করুণা লেশ
প্রেম-সুধা ক'রে দান
ঘুচাও সকল ক্লেশ।

বহিতে পারি না আর
এই ব্যথা ভরা প্রাণ,
আর কাঁদা'ও না নাথ !
কর দুঃখ অবসান।

ঘুরিয়া সুখের তরে
কেবল পেয়েছি দুখ,
তাই দিয়ে এতকাল
কেবল ভরেছি বুক ;

বিমল জ্যোতিতে তব,
দেখাইয়া দাও পথ,
ভ্রমিতে পারি না আর
পূর্ণ কর মনোরথ।

তুমি ধাতা, তুমি পাতা,
তুমি বিশ্ব-পিতা-মাতা।
তুমি বিনা এ জগতে
অন্য কেহ নাহি ত্রাতা।

সর্ব্ব-শক্তিমান তুমি
চিদানন্দ ইচ্ছাময়
তোমার করুণা হ'লে
অসম্ভব কিছু নয়।

বিফল-ভ্রমনে শুধু
হইয়াছি শক্তি-হারা,
কাঁদিয়া ফুরায়ে গেছে
নয়নের শত ধারা।

সব ছেড়ে এত কাল,
করিয়া প্রেমের পূজা,
মূঢ় আমি, ভ্রান্তি বশে
পেয়েছি দারুণ সাজা।

ক্ষুদ্র নর, জ্ঞানহীন
ভ্রান্ত হয় প্রতি কাজে,
তাই এত সাজা পায়
আসিয়া সংসার মাঝে।

পঙ্কিল পল্বলে যায়
ত্যজিয়া নির্ঝর বারি,
কাচ করে উপাসনা
বিশুদ্ধ কাঞ্চন ছাড়ি।

তুমি না ঘুচালে আর
ঘুচাবে কে মোহমায়া ;
কে দিবে তাপিত প্রাণে,
শীতল শান্তির ছায়া।

বহুদিন হ'তে হৃদে,
জ্বলিতেছে দাবানল,
নিবাও ঢালিয়া তায়,
শান্তি-বারি সুশীতল।

হইয়াছি দিশে হারা
মত্ত হয়ে মোহ-ঘোরে
আর ঘুরা'ও না প্রভো
ডেকে লও হাত ধরে'।

তোমা ছাড়া এ সংসারে
যেই যন সুখ চায়,
ভ্রান্ত সেই মরু ভূমে
মরীচিকা আশে ধায় !

তুমি অগতির গতি
দীনের ভরসা বল,
সুধা দাও, হরে' লও
হৃদয়ের হলাহল।

বাসনা হরিয়া লও,
এ অশ্রু প্রেমাশ্রু কর,
জ্ঞান-রশ্মি দিয়ে নাথ!
হৃদয়ের তমঃ হর।

দিয়াছ যে প্রাণ, মন,
আজি তাহা লও ফিরে,
আপনার ধন আর
রাখিও না বহু দূরে।

তুমি বিশ্ব, বিশ্বেশ্বর,
তুমি প্রেম-পারাবার;
অনাথ অতিথি আমি,
বিমুখ হ'ওনা আর।

তুমি সুখ, তুমি শান্তি,
দেহ, মন, আত্মারাম,
বিশ্ব-মূলাধার নাথ!
পূর্ণ কর মনস্কাম।



আমার সাথী।

জগতে সবাই নাথ! আমারে একাকী বলে,
অভাগা নিকটে তুমি থাক নাকি তাহা হ'লে?
যাহা ভাবি, যাহা করি, তুমি কি দেখনা চেয়ে,
হৃদয়ে থাক না তুমি, হৃদয়-সর্ব্বস্ব হ'য়ে?
তুমি যে জগতময়, আমি কি জগৎ ছাড়া,
সকলের তুমি, তবে আমিই কি তোমা-হারা?
না না, প্রভো! ভ্রান্ত তারা,—যাহারা একাকী বলে,
আমি জানি নিশি দিন রয়েছি তোমার কোলে।
প্রিয় জন, পরিজন, যারে আপনার কয়,
শুধু সে পথের দেখা, চির দিন তরে নয়।
কেহ কারে নাহি চায়, চলে যায় নিজ কাজে,
দু'টা কথা কিছু দিন জেগে থাকে মনোমাঝে।
সুখে দুখে তব সম, কে আছে আত্মীয় আর,
কে ঢালে তোমার সম, স্নেহের অনন্ত ধার?
জীবনে আমার তুমি, মরণেও নহ পর,
কাজ কি অপরে প্রভো! তুমি যেথা নিরন্তর



অনন্ত পরিচয়।

চিনি চিনি, চিনিতে পারি না,
দেখিলাম প্রথম যখন ;
সন্দেহের গভীর আঁধারে
মন মোর হ'ল নিমগন।

আঁখি মোর চিনেছিল আগে,
মন তাহে না করে প্রত্যয় ;
পরিচয় জানিতে বাসনা,
জিজ্ঞাসিতে সাহস না হয়।

পরিচয় এ দেশের নয়,
দেশ ও সে ছিল ভিন্নতর ;
হয়ত বা এতদিন পরে,
মন হ'তে হয়েছে অন্তর।

মৃদু হাস্যে উষারূপে যবে,
পাশে মোর দাঁড়াইলে আসি ;
অপনীত হইল সে তবে,
সংশয়ের গাঢ় তমোরাশি।

কত দিন হয়েছিল ভ্রম,
তুমি ভাবি হেরি অন্য জনে ;
কত নিশি তোমারে স্মরিয়া,
যাপিয়াছি বিনিদ্রনয়নে।

ফিরিতেছি তৃষিতনয়নে,
কত বর্ষ ধরি, কতস্থানে ;
কেমনে জানিব বল আমি,
এসে তুমি রয়েছ এখানে।

লীলাময়ী, অনন্ত রূপিনি !
জন্মে জন্মে নব রূপ ধর ;
কিন্তু ওই মধুর চাহনি,
সুধা-হাসি লুকাইতে নার।



সরস্বতী পূজা।

চতুর্থীর নিশা প্রভাত হইল
মৃদুল বহিছে বায়,
সোণার কিরণে উঠেছে অরুণ,
হাসিছে ধরণী তায়।

কলকণ্ঠে গায়, প্রভাতী-সঙ্গীত
যত বিহঙ্গমগণ,
তরু লতা যেন আনন্দের অশ্রু
করিতেছে বরিষণ।

ফুটেছে কুসুম, উজলি কানন,
হাসিতে অধর খোলা ;
কারে নিরখিবে বলিয়া আনন্দে,
নাচিছে হৃদয়-দোলা।

রসালে মুকুল, তাহে অলিকুল,
গুণ গুণ করে গান ;
পাতার আড়ালে বসিয়া কোকিল
ধরেছে মধুর তান।

কার আগমনী গাহিতে এসেছে,
ললিত পঞ্চম স্বরে ;
শুনিয়া সে গান, বিমোহিত প্রাণ,
সকল কামিনী নরে।

পুলকে প্রকৃতি, পরিপূর্ণ আজি,
হাসিতেছে বঙ্গভূমি ;
এসেছেন মাতা, বাণী বীণাপাণি
বঙ্গে আজ শ্রীপঞ্চমী।

বহুদিন পরে, পড়িয়াছে মনে,
ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ বাস ;
এসেছেন ভবে পূরাইতে তাই
সন্তানের অভিলাষ।

মরি মরি আজ জুড়াল নয়ন,
হেরিয়া অতুল রূপ ;
ডুবিল ভবের ভাবনা সকল,
উথলিল ভাবকূপ।

শ্বেত পদ্মাসনা, শ্বেত পদ্মোপরি,
স্থাপিয়া চরণ দুটী ;
কমল উপরি, অপূর্ব্ব কমল,
রহিয়াছে যেন ফুটি।

চরণ বেড়িয়া রতন নূপুর
মধুব্রত মধু আশে,
ঝঙ্কার করিয়া ফিরিতেছে সদা
চরণ-কমল পাশে।

ত্রিভঙ্গিম ঠামে পদে পদ দিয়ে,
নীলাম্বর শোভে অঙ্গে,
গজমতি হার চরণ অবধি
দুলিতেছে নানা রঙ্গে।

কজ্জলে পূরিত যুগল নয়ন,
নাসায় বেসর দোলে ;
শোভিতেছে যেন আহা মরি মরি!
বিজলী চাঁদের কোলে।

শিরে সুশোভিত চাঁচর চিকুর
বামেতে হেলান চূড়া,
বীণাযন্ত্র করে কত শোভা করে
রাগিণী রাগেতে ভরা।

কর্ণে দুলিতেছে যুগল কুণ্ডল,
শোভিছে অরুণাধরে ;
রূপে আলোকিত গগন মণ্ডল,
বিংশতি শশী নখরে।

বেদ বেদাঙ্গ, চতুঃষষ্ঠী কলা
চারিপাশে শোভা পায়,
ছয় রাগ সহ ছত্রিশ রাগিণী,
মধুর মধুর গায়।

দেব মুনী ঋষি, যোগী যক্ষ রক্ষ,
গন্ধর্ব্ব কিন্নর নরে,
যাঁহার কটাক্ষ লভিবার আশে
নিত্য ধ্যায় যুক্তকরে ;

অধম আমরা সাধন বিহীন,
কি দিয়ে পূজিব আর ;
অমূল্য রতন ভক্তি হৃদয়ের
তাই দিব উপহার।

ভরেছি নয়নে আনন্দের বারি
পূর্ণ করি শুভ ঘট,
প্রেম-পারিজাতে অতি সযতনে,
সাজায়েছি হৃদি-পট।

বিশ্বাস-চন্দনে, ভকতি-কুসুম,
মাখায়ে পীরিতি ভরে,
দাঁড়ায়ে রয়েছি এস এস মাতঃ!
তোমার পূজার তরে।

দরিদ্রের পূজা কুসুমেই শেষ,
কিছু নাই উপচার,
পূজার সামগ্রী জগতে এ ছাড়া
জানিনা আছে কি আর ?

সরল অন্তরে, শুধু বিল্বদল
ডুবায়ে জাহ্নবী জলে,
দেয় পুষ্পাঞ্জলি, সন্তান তোমার,
লও মাতঃ কুতূহলে।

সন্তান আমরা, ত্যজিয়া সকল
করি তব উপাসনা ;
হও মা বরদে ! তনয়ে সদয়,
বিতর করুণা কণা।

চাহিনা মা ধন রতন কাঞ্চন,
চাহি শুধু পদাশ্রয়,
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত, ও পদ কমলে,
সদা যেন মতি রয়।

যার প্রতি তব হয় মা করুণা,
ধন্য সেই ধরা মাঝে ;
এ মর জগতে পায় অমরতা
সবার হৃদয়ে রাজে।

তোমার কটাক্ষে মূর্খ সুপণ্ডিত
বোবায় সঙ্গীত গায়,
যশঃকীর্ত্তি যত অক্ষয় সম্পদ
সকলি ও রাঙা পায়।

ভারতের প্রতি ভারতীর দয়া
সুবিখ্যাত ভূমণ্ডলে,
সে ধনে বঞ্চিত ক'রনা ভারতে
রেখ মা চরণ তলে।

ধরণী যখন অজ্ঞান-আঁধারে
মগ্ন ছিল চারিধার,
জ্ঞান-দীপ জ্বালি ভারতে কেবল,
দেখা'লে প্রতিভা তার।

ছিল এক দিন ভারতে এমন
অরণ্যে নদীর তীরে ;
প্রাতঃ-সন্ধ্যাকাশ হ'ত প্রকম্পিত
উচ্চারিত বেদ স্বরে।

ফলিত তখন নিত্যই নূতন,
কাব্য অলঙ্কার কত ;
জ্যোতিষ গণিত পুরাণ দর্শন
সংহিতাদি শত শত।

তব বরে কবি, দস্যু রত্নাকর
বর পুত্র কালিদাস ;
ভবভূতি, মাঘ, কোপিল গৌতম,
কালজয়ী বেদব্যাস।

নাই মা সে দিন হয়েছে এখন
ভারত অধম অতি,
গিয়াছে গৌরব নাম আছে শুধু
নিবেছে জ্ঞানের ভাতি।

কোন মন্ত্র ভুলে বলে' দাও মাগো
ভারতের অবনতি,
সেই বীজ মন্ত্র দাও শিখাইয়া
ভগবতী সরস্বতি !

হও মা বরদে ! ভারতে সদয়
পুন কর দয়া দান,
আঁধার ভারত কর মা আবার,
জ্ঞানালোকে দীপ্তিমান।

শুভ্র জ্যোতির্ম্ময়ি ! সর্ব্বজ্ঞান দাত্রি !
বেদ্‌মাতা সরস্বতি !
যশদে জ্ঞানদে ! কর মা গ্রহণ,
সন্তানের নমস্কৃতি।

অতীত।

(১)

অতীত ডুবিয়া গেছে কালের সাগরে,
ফিরে না আসিবে আর,
তবু কেন বার বার,
নিশি দিন তার কথা সদা মনে পড়ে,
ঝাড়িয়া বিস্মৃতি-ধূলি,
কেন হৃদয়েতে তুলি,
পূরিয়া রাখিতে চাহি প্রাণের ভিতরে ?

(২)

জানিনা কিসের তরে কেন তারে চাই ;
শুধু তায় নাহি সুখ,
ভরা আছে শত দুখ,
মনে হয় তবু তারে ফিরে যদি পাই,
বর্ত্তমান হ'তে গিয়ে,
অতীতের অঙ্কে শুয়ে,
বিস্মৃত-বেদনা রাশি, আবার জাগাই।

(৩)

সম্মুখে দাঁড়ায়ে ওই কাল বর্ত্তমান ;
কর্ম্ম হ'তে কর্ম্মান্তরে,
ভুলাইয়া রাখে মোরে,
দেয় সুখ দেয় দুখ, রাশি পরিমাণ,
কল্পনা সাথীর সহ,
তবু কেন অহরহ,
তাহারি কথায় চিত্ত করে অবধান।

(৪)

রয়েছে ত সে যমুনা, সেই বৃন্দাবন,
কোথা সেই ব্রজবালা,
জুড়াতে প্রাণের জ্বালা,
কোন্ কদম্বের তলে করিত গমন,
কোথায় গহন বনে,
মিলিয়া রাখাল সনে,
বাজাত বাঁশরী, বসি রাধিকা রমণ,
কেন শত শত নর,
খুঁজে ফিরে নিরন্তর,
অতীতের গাথা কেন এত সম্মোহন ;
সুরম্য প্রাসাদ ত্যজি,
কেন ভগ্নস্তুপে মজি
নীরবে নয়ন করে অশ্রু বরিষণ ?

(৫)

যাহা যায় তাই কিরে এত প্রিয় হয়;
পাব না বলিয়া আর,
আকর্ষণ এত তার,
একবার গেলে কিরে আপনার নয় ?
কোন কালে, কোন দেশে,
দাঁড়াবেনা কাছে এসে ?
তবে কিরে ভোজবাজী কুহেলিকাময় ?
অজানা অচেনা পথে,
চলে গেল কার সাথে,
ভুলে যাবে একবারে এত পরিচয় ?

(৬)

বুঝি না সে বিধাতার কি যে বিধি হায় !
কেন এই ভব বাসে,
যে যায় সে নাহি আসে,
কেন নিরদয় কাল ফিরিয়া না চায় ?
আসিবে না যদি, তবে
তার স্মৃতি কেন রবে,
মিছে হা হুতাশ করি কিসের আশায় ?



স্মৃতি-পট

গভীর নিশীথ কাল, নীরব অবনী ;
মুদিত নয়নে যেন বসি যোগাসনে
মহা সাধনায় রত প্রকৃতি সুন্দরী।
এলাইয়া কাল চুল মলিনা রজনী,
শান্তির অঞ্চলে ঢাকি সুষুপ্ত সন্তানে
তারকার শত চক্ষু মেলি, স্তব্ধ হয়ে,
হেরিতেছে প্রকৃতির এই মহাধ্যান।
অকাতরে নিদ্রা যায় যত জীবগণ
নিদ্রা শুধু নাহি মোর চোখে এ নিশীথে।
মুক্ত বাতায়নে বসি, উদাসনয়নে
তারকা-খচিত নীল নভঃ নিরখিয়া
জেগে আছি। হুহু বহে নৈশ সমীরণ,
কোথা হ'তে তার সনে যেন ভেসে আসি,
—দূরাগত বংশীরব সম—অব্যক্ত অশ্রুত
স্বর, পশি পরাণের মাঝে জাগাইয়া
দেয় মোর সুপ্ত তন্ত্রী যত।

কভু বা নয়ন মুদি
অবসন্ন মনে, মানস-মন্দির মাঝে

নিরখিয়া অতীতের দূর অন্তস্তল,
ভাবিতেছি সুখ দুঃখ গত জীবনের।
অন্ধকার হৃদিদ্বার করি উদ্ঘাটন
সহসা কে তুমি বালা দেখা দিলে আসি?
আমি কি তোমারি লাগি, এ ঘোর নিশীথে
জেগে বসে আছি, শূন্য মনে নিরজনে?
নীরবে নয়ন মুদে তোমারে হেরিব
বলে, রত ছিনু মহা সাধনায়? তাই
তুমি ইষ্ট বরপ্রদা হ'য়ে আসিয়াছ
দেখা দিতে মোরে? রুক্ষ কেশ, ছিন্ন বেশ,
নয়নে কালিমা, অঙ্গে আভরণ নাই,
তবু মরি মরি শোভে কত ও বরাঙ্গ
স্বর্গীয় লাবণ্যে যেন। বিম্ব ওষ্ঠাধরে
ক্ষীণ হাসি, প্রভাহীন ঊষাশশী সম।
শরীর কঙ্কাল সার, নিষ্প্রভ নয়ন,
দারুণ আলস্যভরে মুদে আসে আঁখি-
পাতা দু'টী। দীন হীনা অনাথার মত,
অভাগার হৃদয় কুটীরে অতি ধীরে
ধীরে, সলজ্জ সশঙ্কভাবে কেন আসি
দেখা দিলে দেবি! তুমি কি কানন বালা,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আসিয়াছ ভূলে ক'রে
হেথা? কিংবা দেব কন্যা তুমি অভিনব

দেশ হ'তে কোন অভিনব বার্ত্তা দিতে
আসিয়াছ এ অধমে? বল দেবি দয়া
করি, ছলনা ক'রনা আর।
হাতে ও কি?
শত শত চিত্রপট কেন ওই ক্ষীণ
ভুজ যুগে? কি লেখা উহায়, নিখিলের
রহস্য অঙ্কিত করি, হে রহস্যময়ি!
আনিয়াছ দেখাইবে বলি? তবে আর
বঞ্চিত ক'রনা মোরে, কর উন্মোচন
ত্বরা করি!
মরি মরি মনোহর
কিবা চিত্রপট! কত যে বিবিধ বর্ণে
সুচিত্রিত উহা, ভুলিল নয়ন মন
নিরখিয়া আজি। কোথাও জ্বলিছে যেন
দীপ্ত হুতাশন সম আলোক অচল;
আবার কোথাও, সুদূর আকাশ প্রান্তে
ক্ষীণভাতি তারকার মত জ্বলিতেছে
মৃদু মৃদু। গাঢ় অন্ধকারে ব্যাপ্ত কোন-
স্থান। শ্যাম-শষ্প-তটময়ী প্রবাহিনী
ওই বহিতেছে কলস্বরে; তীরে তরু—
শিরে বসি শ্রান্ত বিহগেরা মহানন্দে
গাহিতেছে গান। অচল অটল ওই

দূরে দাঁড়াইয়া, অভ্রভেদী শৃঙ্গ কিবা
পরশে গগন। শত শত প্রস্রবণ
তাহে, মুকুতা-সন্নিভ বারি উদ্গীরণ
করি শোভে চারি ভিতে। বিশাল প্রান্তর
হোথা, বিস্তারিয়া মহাকায়া শোভিতেছে
শ্যাম শস্যে মরি কি সুন্দর! কি ভীষণ
মরুভূমি এ দিকে আবার, ধূ ধূ করে
অনন্ত বালুকা; নাহি জল, নাহি তৃণ,
নাহি তরুলতা, হেরিলে আতঙ্কে প্রাণ
উঠে শিহরিয়া। তারি পাশে শোভে কত
হেম-হর্ম্ম্যে বিভূষিত সুন্দর নগর।
কত রাজা, কত রাজ্য শোভায় অতুল।
প্রকৃতির অপূর্ব্ব সুষমা নিরখিয়া
অভিভূত হয়ে আসে প্রাণ।
আবার এ দিকে
আঁকা চির পরিচিত সেই সরোবর,
ফিরে তায় দলে দলে রাজ হংসগণ;
শিশির নিসিক্ত কত ফুল্ল শত দলে
শোভিতেছে সরসীর শ্বেত স্বচ্ছ বারি।
তীরে রম্য কুসুমিত উপবন মাঝে,
ওই আমি দাঁড়াইয়া সহ সঙ্গিগণ,
হেরিতেছি প্রভাতের নব উদ্বোধন।

ফিরে অলি ফুলে ফুলে ঝঙ্কার করিয়া,
গায় পাখী ললিত পঞ্চমে। উঠিতেছে
দূরে ওই অশ্বত্থের মাঝে, প্রভাতের
তরুণ তপন; লাগিতেছে আভা তার
চিন্তাহীন মুখে। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে
করিতেছি কত খেলা আপনার মনে।
আজি কেন কেঁদে উঠে প্রাণ? কেন কাল
কঠিন হইয়া হরিল সে সুখ মোর?
আর কি এ চিন্তা-দগ্ধ চিত্ত-মরু মাঝে
শান্তির শীতল ছায়া পাব না কখন?
নির্দ্দয় সে কাল গেলে নাহি ফিরে!

* * * *

যৌবনের চিত্রপট এ দেখি আবার।
চঞ্চল যৌবন ওই প্রফুল্ল অন্তরে,
অভিনব রাজ্যে তার করিতেছে নব
অভিষেক মোরে। দূরে বসে' কুহকিনী
আশা মোহিতে মানস মম বিস্তারিয়া
মায়াজাল; প্রণয়, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, কীর্ত্তি
সুখ লয়ে অঞ্জলি ভরিয়া, দিতে আসে
উপহার মোরে। দুরাশায় মত্ত আমি
উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ধাইতেছি তার পানে,
অমনি যেতেছে সরি' ওই মায়াবিনী।

আর নাহি দেখে চেয়ে ফিরায়ে নয়ন,
আর না দেখিতে পাই সে চারু মাধুরী।
তবু প্রাণপনে, ঊর্দ্ধশ্বাসে ক্লান্তদেহে
স্খলিত চরণে, ছুটিতেছি পিছু পিছু
তার। অবশেষে ফিরিয়া হতাশপ্রাণে
অবসন্ন দেহ লয়ে, বৈরাগ্যের তরু—
মূলে বসি চেয়ে আছি উদাসনয়নে।
সম্মুখে জ্বলিছে ওই শত জিহ্বা মেলি
নিরাশার দীপ্ত হুতাশন, একে একে
আমি তায় বাসনার অঞ্জলি দিতেছি।
আর না দেখিতে পারি মর্ম্মভেদী ওই
চিত্রপট। অয়ি মুগ্ধে! সম্বরণ কর
চিত্র তব, দেখা'ও না আর; যত দেখি
তত যেন জ্বলে' উঠে প্রাণ।



কেহ নাহি জানে।

কত মণি বাস করে খনির ভিতরে,
দীপ্তি তার আঁধারে লুকায়;
গভীর কাননে কত ফুটিয়া কুসুম,
রবি করে আপনি শুকায়।
নিশীথে গগনে বসি, মৃদু মৃদু জ্বলে,
কত তারা আপনার মনে;
গোপন হৃদয় তলে কত প্রেম জাগে,
জগতের কেহ নাহি জানে।



কে তুমি ?

(১)

কে তুমি গো রূপে আলো করি ধরাতল,
সৌরভে করিয়া ব্যাপ্ত,
শরতে শিশির-স্নাত,
প্রফুল্ল কমল সম কর ঢল ঢল ?

(২)

অকলঙ্ক শশীমুখী কে তুমি ললনা,
হাসিতে মাণিক পড়ে,
কাঁদিতে মুকুতা ঝরে,
কোন বিধাতার তুমি অপূর্ব্ব রচনা ?

(৩)

এলান কবরীভার মরি কি সুন্দর,
ভুজঙ্গ শিশুর সহ,
ভুজঙ্গিনী অহরহ,
খেলে যেন পূর্ণিমার চাঁদের উপর।

(৪)

কি রহস্য লেখা আছে ওই আঁখি পাতে
দিবানিশি পাঠ করি,
তবুত বুঝিতে নারি,
কত কথা কত ভাব নিহিত উহাতে ?

(৫)

যত দেখি তত হই সন্দেহে আকুল,
যা' দেখি দ্বিতীয় বার,
নয়নে না পড়ে আর,
নিমেষে নূতন রূপ নিমেষে অতুল।

(৬)

দয়া, ক্ষমা, ধর্ম্ম, নীতি সকলি তোমায়,
ভালবাসা স্নেহ প্রীতি,
পবিত্রতা মূর্ত্তিমতী,
লাবণ্য-সাগরে যেন ভাসিয়া বেড়ায়।

(৭)

এ ধরায় যত আছে সৌন্দর্য্য নিবাস,—
গোলাপ চম্পক কলি,
ঊষা, শশী, কুন্দ, অলি,—
সকলি অঙ্গের মাঝে দেখি সুপ্রকাশ।

(৮)

দেবী না মানবী তুমি বল দয়া করি,
এ ধরা কি মায়াপুরী,
তুমি তারি অধীশ্বরী ?
ভাবিতে তোমার কথা, আপনা পাসরি।

(৯)

সম্মুখে আঁখির আগে মনে ভাবি এই,
ধ্যানে হৃদি হয় পূর্ণ,
ঘুচে যায় সব দৈন্য,
তখন ব্রহ্মাণ্ড দেখি নাহি তুমি বই।

(১০)

কে তুমি, স্বরূপ তব খুঁজিয়া না পাই,
ধরা দিয়ে নাহি দাও,
দিতে এসে সব লও,
বুঝিতে পারি না তাই তোমারে শুধাই!



বিফল প্রয়াস।

বিদায় দিয়াছি আমি তোরে শতবার,
তথাপি আছিস বসে' রুদ্ধ করে' দ্বার ?
ভুলিব বলিয়া তোরে যেই করি মনে,
তখনি দেখিতে পাই হৃদয়-আসনে।
বসায়ে ছিলাম তোরে যেই সিংহাসনে,
ভাঙ্গিয়া ফেলিব তাহা করিয়াছি মনে।
রাখিয়া দেখেছি তোরে পাই নাই সুখ,
যত রাখি হৃদয়েতে তত পাই দুখ।
তোরি তরে হইয়াছি অস্থিচর্ম্ম সার,
বহিতে পারি না তোর নিদারুণ ভার।
খেলাবার ছলে হৃদি করে ছিনু দান,
তুই তাহা ক'রে নিলি চির বাসস্থান।
বিচিত্র ব্যাপার তোর, যাই বলিহারি,
আমার দুয়ারে আজ আমিই ভিখারী
এক তিল নাহি স্থান একি রীতি তব,
তুই যদি সব নিলি আমি কোথা রব ?
আমার লইয়া সব তুই হ'লি রাজা,
আপন রাজ্যেতে আজ আমি তোর প্রজা।

নিয়েছিস্ চিন্তা মোর, নিয়েছিস আশা,
নিয়েছিস্ হৃদয়ের যত ভালবাসা।
নয়নের দৃষ্টি নিলি, নিদ্রা শয়নের,
নিদ্রার স্বপন নিলি, সুখ জীবনের।
যা' ছিল সকল তুই নিয়েছিস হ'রে,
আছিস কি আশে আর শূন্য হৃদি জুড়ে।
এখন মিনতি এই বলি যুক্ত করে,
স'রে যা হৃদয় হ'তে ভুলিতে দে মোরে।
"মনে করিলেই কভু ভুলিতে কি পারা যায়,
ভুলিবার চেষ্টা শুধু ভুলিবার অন্তরায়।"



সে কে ?

সে কে ? যার সাধে সব সাধ মিশায়ে দিয়াছ তুমি,
বসায়েছ হৃদি-সিংহাসনে,
যাহারে করিয়া রাজা আপনি সেজেছ প্রজা
সেবিতেছ যারে কায়মনে ?

সে কে ? যার পরিতোষ তরে, দিয়াছ গৌরব ক'রে,
আপনারে আত্ম বলিদান,
যার বিন্দুমাত্র হাসি, মনে ভাব সুধারাশি,
বাক্য যার বেদের সমান ?

সে কে ? যে তোমার ধ্রুবতারা, সংসার সমুদ্র মাঝে,
যারে দেখে খুঁজে পাও কূল,
অনিত্য সংসার মাঝে, যে তোমার নিত্য আছে,
যাহা ছাড়া আর সব ভুল ?

সে কে ? যার হাঁসি প্রতি ফুলে, অশ্রু শিশিরের জলে,
শ্বাস যার দক্ষিণ মলয় ;
বসন্তে নিকুঞ্জ বনে, কোকিলের কুহু শুনে,
যার কণ্ঠস্বর মনে হয় ?

সে কে?

যার রূপে বিশ্বভরা, এ প্রকৃতি মনোহরা,
ব্যর্থ যেথা মান অভিমান ;
সকল চিন্তার মাঝে, যার মুখ খানি রাজে,
নীলাকাশে শশীর সমান ?
যে হ'ক সে হ'ক তব, নিত্য প্রেম-ফুলে নব,
পূজা তারে করিও যতনে,
কামনা-কালিমা ভার, সহিবে না অঙ্গে তার,
দূরে বসি হেরিও নয়নে।



শূন্য গৃহে।

এইত আলয় মম ছিল সুখ-নিকেতন,
সেইত সকলি আছে তবু কেন কাঁদে মন!

আজি কেন বিরস সে সব,
ছিল আগে চারু দরশন;
কেন আজি সুখের বদলে,
করিতেছে বিষ বরিষণ?

শুক কেন নয়ন মুদিয়া
পিঞ্জরেতে বিরস বদনে;
কোকিলের মধুর সে রব
লাগে কেন কর্কশ শ্রবণে?

পুলকিত করিছে সবায়
শীতল এই সান্ধ্য সমীরণ;
আমারে সে ক্লান্তি কেন দেয়
অঙ্গে করে অনল বর্ষণ?

ফুটেছে কাননে ফুলকুল
নাহি কেন তাহাতে সুষমা;
কোথা গেল সুবাস তাদের
কেন সব মাখান কালিমা?

নেহারিলে হাসি মুখ যার
হাসিত এ নিখিল সংসার,
গিয়াছে সে ছাড়িয়া ভবন
ক’রে গেছে সকলি আঁধার ?

এই তার সাধের ভবন,
থাকিত সে যেথা নিরন্তর ;
আজি তাহা শ্মশান সমান
পড়ে আছে শুধু শূন্য ঘর।

হেথা বসি গাহিত সে গান,
এই খানে করিত সে খেলা ;
বসিত সে এই তরুমূলে,
দিবসের প্রতি সন্ধ্যা বেলা।

এই তার প্রিয় উপবন
নিত্য হেথা করিত ভ্রমণ ;
কত মালা গাঁথিত বসিয়া,
কতফুল করিত চয়ন।

এই সব চিত্রপট গুলি
ছিল তার যতনের ধন
আজি তাহা যেথায় সেথায়
ভূমিতলে হ’তেছে লুণ্ঠন।

তাহার রোপিত তরু এই,
এই তার পোষা প্রিয় শুক ;
যত কিছু তার স্মৃতি মাখা,
মনে করে' দেয় তার মুখ।

শ্রবণে সে মধুর সঙ্গীত,
ঘ্রাণে ছিল পারিজাত প্রায় ;
দরশনে রূপ মনোহর,
পরশনে বসন্তের বায়।

সে আমার পিঞ্জরের পাখী
রেখেছিনু যতনে পুষিয়া ;
ভালবাসা-শিকল কাটিয়া,
কোন দেশে গিয়াছে উড়িয়া।

আর তারে পাব না কখন
কোন দেশে বাঁধিয়াছে নীড়
আমি মিছে তাহার উদ্দেশে
ভেবে' ভেবে' হতেছি অধীর।

এত কাল বাসিলাম ভাল
দিয়ে তারে সব মন প্রাণ
সুর নিয়ে স্মৃতি খানি বুঝি
দিয়ে গেল তার প্রতিদান ;

তা'ও কেন নাহি গেল লয়ে
সাঙ্গ যদি এজীবনে দেখা
মুছে কেন নাহি দিয়ে গেল
হৃদয়েতে প্রণয়ের রেখা ;

নিতান্ত ই ছেড়ে গেল যদি,
স্মৃতি কেন রেখে গেল তার ;
দিয়ে গেছে ভালবেসে বুঝি,
স্মৃতি বুঝি প্রণয়ের সার ?

এ হৃদয়ে আর কিছু নাই
এ হৃদয় তার স্মৃতি—ধাম ;
মাঝখানে জ্বলন্ত অক্ষরে,
লিখে শুধু গেছে তার নাম,

কোথা আমি সে রয়েছে কোথা,
কোথা তার প্রণয় বচন ?
যেন সব মায়ার সৃজিত,
দেখেছিনু নিশায় স্বপন,

ভালবাসা-কোমল-শয়নে,
সুপ্ত থেকে দেখেছি স্বপন ;
স্বপ্ন ভঙ্গে চেয়ে দেখি, আছে,
দুঃখময় চির জাগরণ।

ভ্রান্ত আমি মত্ত দুরাশায়,
দুষ্প্রাপ্য সে আকাশের চাঁদ ;
আমি তারে ধরিতে প্রয়াসী
পেতে দুটী ক্ষুদ্র বাহু-ফাঁদ ।

প্রবাহিণী চারু দরশন
কূলে কূলে থাকে যবে বারি ;
কিন্তু তার শুকালে সলিল,
আর তাহা নহে মনোহারী ।

ছিল মম হৃদয়-তটিনী,
পরিপূর্ণ প্রেম-বারি দিয়া ;
এবে নাহি সে প্রেম-উচ্ছ্বাস
পঙ্ক শুধু রয়েছে পড়িয়া ।

হৃদি মাঝে জ্বলিছে আগুণ
ভস্ম কেন নাহি হয় প্রাণ ;
শুধু হয় যন্ত্রণা বাড়াতে
অর্দ্ধ দগ্ধ অঙ্গার সমান।

নিবাইতে করি প্রাণপন
নয়নের শত ধারা ঢালি ;
হোমানলে ঘৃতাহুতি সম,
শত গুণে তুলিতেছে জ্বালি ।

মৃতের প্রতি।

(১)

কোথা যাও ব'লে যাও কতদূর যাবে ;
এমন বিরাগী বেশে,
কোন অভিনব দেশে,
নীরবে যেতেছ চলি আপনার ভাবে।

(২)

করিয়াছ মহাযাত্রা ফিরিবেনা আর,
পাসরিয়া স্নেহ মায়া,
পিতা মাতা পুত্র জায়া,
হতেছ জন্মের মত ভবনদী পার ?

(৩)

চেয়ে দেখ একবার মেলিয়া নয়ন,
মৃত প্রায় এক পাশে,
পত্নী আঁখি জলে ভাসে,
ভূমে গড়াগড়ি যায়, পুত্র কন্যাগণ।

(৪)

মাতার বিলাপ ধ্বনি পরশে গগন,
তাহাও পশেনা কানে,
পাষাণ বেঁধেছ প্রাণে,
সংসারের কোলাহলে বধির শ্রবণ ?

(৫)

না জানি যাতনা কত পেয়েছ ধরায়,
নিরাশা ধরিয়া বুকে
ছুটিয়াছ উর্দ্ধমুখে
জুড়াইতে জ্বালা, তাই যেতেছ কোথায় ?

(৬)

আজি সুখ দুঃখ জ্ঞান সকলি সমান
প্রশান্ত শান্তির ছায়া,
ব্যাপ্ত করিয়াছে কায়া,
নাহি তেজ, নাহি দম্ভ, মান অভিমান।

(৭)

আপনার ভাবে আছ আপনি মগন,
সংসারের কঠোরতা,
দিতে নাহি পারে ব্যথা,
দেখিছ কি ভবিষ্যৎ সুখের স্বপন ?

(৮)

কত দূরে কোন পারে ভিঁড়াইবে তরি,
জীবনে বাসনা যত,
ক'রেছিলে পুঞ্জীকৃত,
নিলেনা কিছুই তার, আজ সাথে করি ?

(৯)

সে দেশের আকর্ষণ এত কি প্রবল
আজন্মের স্নেহ স্মৃতি,
সুখময়ী এ ধরিত্রী,
সকলি তাহার কাছে হয় হীনবল ?

(১০)

যে যায় সেখানে আর কেহত ফিরে না
যা'বার সময় তারে,
কত বলি বারে বারে,
কি আছে কেমন ঠাঁই কেহত বলে না।

(১১)

না জানি কেমন দেশ, আলো কি আঁধার,
এই রবি, এই শশী,
গগনে কি উঠে হাসি,
সাজানো কি থরে থরে সৌন্দর্য্য সম্ভার !

(১২)

এসেছিলে এই ভবে প্রথম যে দিন,
নয়নে নূতন আলো,
লেগেছিল বড় ভাল,
ফুটেছিল কচি মুখে শুভ্র হাসি ক্ষীণ।

(১৩)

কৈশোরে করেছ খেলা সহ সঙ্গিগণ
কিছুই কি নাহি মনে ?
উপেক্ষিয়া বন্ধু গণে,
চ'লে যাবে, দেখিবে না মেলিয়া নয়ন ?

(১৪)

যৌবনে নূতন প্রেম অশ্রান্ত সাধনা,
আশা-গিরি পুরোভাগে
নব নব অনুরাগে
ফিরেছ উন্মত্ত বেশে পূরাতে কামনা।

(১৫)

কত ক'রেছিলে মনে সুখের কল্পনা,
চির বাসস্থান ব'লে,
ভেবেছিলে ভূমণ্ডলে,
ভেঙ্গেছে সে সুখ-স্বপ্ন, পেয়েছ চেতনা ?

(১৬)

'এ আমার', 'ও আমার', কোথায় সে রব,
এখানে ওখানে হায় !
সব গড়া গড়ি যায়,
উদাসীর মত কেন রয়েছ নীরব ?

(১৭)

আর আসিবে না ফিরে কখন ধরায় ?
যেথায় যেতেছ চলি,
সকলি কি যাবে ভুলি,
মাতৃ-ভূমি ধরণীর স্নেহ মমতায় ?

(১৮)

দরিদ্রা জননী সম, সদা প্রাণ পনে
রেখেছিল এত কাল,
পেতে কত মায়া-জাল,
নারিল রাখিতে তবু স্নেহের বন্ধনে ?

(১৯)

ঘুচিল জন্মের মত ভবের প্রবাস
মৃত্যু চুপে চুপে আসি
গোপন মরমে পশি,
ছিন্ন ক'রে দিয়ে গেছে এই মায়া-পাশ ?

(২০)

আবার বাঁধিবে কোথা আপনার ঘর,
নব পরিজন সহ,
সুখে রবে অহরহ,
যারা আপনার ছিল তারা হবে পর।

(২১)

যাও তবে শুভ লগ্নে করহ প্রয়াণ,
হৃদয়ের যত দৈন্য
সেথা যেন হয় পূর্ণ,
দয়াময় বিভু তব করুণ কল্যাণ।



সান্ত্বনা।

দেখেছি অনেক দিন তোমার অন্তর মাঝে,
কুশের অঙ্কুর সম কোথা যেন ব্যথা বাজে।
গভীর সুখেও তাই বিষাদের ক্ষীণ রেখা,
নীলাকাশে মেঘ সম মাঝে মাঝে যেত দেখা।
আজি সে দেখেছি কোথা রয়েছে ব্যথার মূল,
তোমারে ভুলিব আমি বুঝেছ দারুণ ভূল।
কেন এ সংশয়-কীট হৃদয়ে রেখেছ ভরে'
প্রণয়ের-ভিত্তি কেন খনিতে দিতেছ তারে।
কেন মিছে বৃদ্ধি কর আপনার দুঃখ ভার,
হারা'লে বিশ্বাস পুন ফিরিয়া পাবেনা আর।
নিকটে বা রহি দূরে একথা রাখিও মনে,
হৃদয়ে বাহিরে রবে বিরাজিত নিশিদিনে।
তোমার বিরহে হৃদি হইবে অঙ্গার যবে,
এ দেহ ছাড়িয়া প্রাণ যে দিন পালাতে চাবে;
মুখেতে রহিবে নাম নয়ন আসিবে মুদে,
তখনো জাগিবে তুমি মম হৃদি-কোকনদে;
থাকিতে থাকিতে মুখে তোমার পবিত্র নাম,
ছেড়ে চলে যাব সখি দুঃখময় ভবধাম।



ব্যর্থ-জীবন।

(১)

এ সংসার কর্ম্মক্ষেত্র,
সকলেই করে কাজ ;
আমিই একেলা শুধু
খুলিয়া ফেলেছি সাজ।

(২)

অভিনয় করে সবে,
মোহিত করিয়া মন ;
ভগ্নদূত সাজে শুধু
আমি দিই দরশন।

(৩)

দুঃখের তামসী নিশা
সকলের সুপ্রভাত,
আমারই হৃদয়াকাশ
সমাচ্ছন্ন দিনরাত।

(৪)

বিপুল সংসার ক্ষেত্রে
জনতার মাঝে রই
থাকিয়াও আমি যেন
তাহাদের কেহ নই।

(৫)

সংসার-বিপণি মাঝে
সবাকার হৃষ্টমন,
হারাইয়া বসে আছি
আমি শুধু মূলধন।

(৬)

সকলের শুক্লপক্ষ
দিনে দিনে উপচয়,
অভাগা আমিই শুধু
আমারি হতেছে ক্ষয়।

(৭)

পরিপূর্ণ পরিবাহে
জীবন সবার বয়,
আমার এ ফল্গুনদী
অন্তঃশীলা শুধু রয়।

(৮)

সবার জীবন-তরু
নব আশা-পত্র ধরে,
আমার হেমন্ত শুধু
শুষ্কপত্র ঝরে' পড়ে।

(৯)

সবার অদৃষ্ট-নভঃ
প্রসন্ন শরৎকালে,
আমার এ ভাগ্যাকাশ
সমাচ্ছন্ন মেঘজালে।

(১০)

সংসারে সবাই হায়
হীরক, মুকুতা, সোণা,
তার মাঝে আমি শুধু
পড়ে আছি আবর্জ্জনা।

(১১)

হাসে খেলে নাচে সবে
কয় কথা, করে গান,
আমি আছি শূন্য মনে,
শূন্য প্রাণে দিনমান।

(১২)

কত আসে কত যায়,
কেহ নাহি দেখে কারে,
ধূলি মেখে বসে আছি
পথের একটী ধারে।

(১৩)

উপহাস পরিহাস
কত লোকে কত করে,
কেহ বা চলিয়া যায়,
দারুণ অবজ্ঞাভরে।

(১৪)

এমন কেহই নাই
বলিয়া মনের কথা
নামাইব তার কাছে
দুঃসহ প্রাণের ব্যথা।

(১৫)

দয়া ধর্ম্ম স্নেহ মায়া
শুনি সকলের আছে,
দিতে হ'লে ব্যয়কুণ্ঠ
কেবল আমার কাছে।

(১৬)

তবে আর কেন মিছে
থাকি এ সংসার মাঝে,
আমারে কেবল সেই
নির্জ্জন অরণ্য সাজে।

(১৭)

পলে পলে বহে বেলা,
অন্ধকার আসে ঘিরে ;
এবার ধরণী হ'তে
শুধু হাতে গেনু ফিরে।

(১৮)

যা হ'ল তা হ'ল প্রভো !
এবার জনম নিয়ে,
আবার পাঠাও যদি,
বিফল ক'রনা হিয়ে।



রমণী-হৃদয়।

(১)

রমণীর অন্তর
বাহিরে যায় না দেখা;
ফল্গুনদী সম সদা
সরম-বালিতে ঢাকা।

(২)

কেহ না দেখিতে পায়
গোপন মরম তলে,
শত ধারে কত সেথা
প্রেম-মন্দাকিনী চলে।

(৩)

পাতা ঢাকা সুবাসিত
প্রফুল্ল গোলাপ প্রায়,
আপনাতে আপনার
সৌরভ লুকায়ে রয়।

(৪)

অতল গভীর প্রেম,
নাহি হয় পরিমাণ,
যে পায় সে প্রেম-নীর
জুড়ায় তাপিত প্রাণ।

(৫)

কখন কুসুম সম,
কখন পাষাণে গড়া;
কখন রহস্যময়
কভু সরলতা ভরা।

(৬)

বিধাতার সৃষ্টি মাঝে
যা কিছু সৌন্দর্য্যময়,
রমণী-হৃদয় কাছে
পরাজিত সমুদয়।



রাহু।

(১)

ছেড়েদে ছেড়েদে রাহু, ওরে দুরাচার
করি তোরে মানা,
মনোহর স্নিগ্ধকর, পরিপূর্ণ শশধর,
বিতরে অমৃতধারা রজত জোছনা ;
অমন সোণার চাঁদে গ্রাসিতে কি তোর
বেদনা বাজেনা ?

(২)

কঠিন পরশে তোর দেখরে মলিন
সোণার কমল ;
বিষাদে মলিন ধরা, খেদে নর নারী সারা,
ম্লান মনে ইষ্টমন্ত্র জপে অবিরল,
জগতের সঙ্গে তোর কি শত্রুতা বল ?

(৩)

সুন্দর জগত মাঝে কোথা হ'তে এলি
তুই অসুন্দর !
কোন্ বিধাতায় তোরে, স্বজিয়াছে রাহু ক'রে,
গ্রাসিতে ও সুধাভাণ্ড ভুবন ভিতর ?
সকলের বিষ দৃষ্টি তুহার উপর।

(৪)

জগতের সুখ, শোভা অক্ষুণ্ণ না রহে
রাহু অত্যাচারে,
দুঃখ-রাহু সুখগ্রাসে, মিলনে বিরহ আসে
প্রফুল্ল কুসুমে দেখি কীটের বিহার
রাহুর এ লীলা ক্ষেত্র নিখিল সংসার।



ফিরে আয়।

কে তুই দুখের ছেলে
দাঁড়াইয়া কেন দ্বারে,
কেন ভাসিতেছে বুক,
নয়নের শতধারে ?

ক্ষুধায় মলিন মুখ,
মুখেতে সরে না বাণী;
কঙ্কাল হয়েছে সার,
সুকোমল তনুখানি।

পিতা নাই ? মাতা নাই ?
কেহই কি নাই তোর ?
মুখ চেয়ে খেতে দেয়
মুছায় নয়ন লোর ?

ওরে রে ! অবোধ ছেলে,
পরাণে কি নাহি ভয়,
কি সাহসে গেলি হোথা,
ধনীর ও সুখালয় ?

অভ্রভেদী অট্টালিকা,
উন্নত প্রাচীরে ঘেরা;
লৌহের কপাট দ্বারে
শান্ত্রী পাহারায় বেড়া।

ওদের কি আছে প্রাণ
ওদের কি দয়া আছে,
থাকে যদি সে কেবল
আত্ম পরিজন কাছে।

বিলাসে বিভোর ওরা
মত্ত সদা সুখ-ধ্যানে;
ভেঙ্গে দিবে ভাঙ্গা বুক
বিদ্রুপের বাক্য-বাণে।

ব্যথিতেরে ব্যথা দেয়,
ওদের কঠিন প্রাণ;
পশে না ওদের কানে
দুঃখীর করুণ তান।

তোর মত দুখী যারা
দুখের মরম জানে,
ওই ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে
বাজিবে তাদের প্রাণে।

না খেয়ে খাওয়াবে তারা
দিবে পিপাসার জল,
ওরা না বুঝিবে তোর
মর্ম্মভেদী অশ্রুজল।

তাহাদের মুক্ত দ্বারে
কেহ নাহি বাধা দিতে,
আপনি আসিবে তারা
দয়ারূপে ডেকে নিতে।

সবার মুখেতে চাস্
তোর মুখে কেবা চায়,
ওখানে দাঁড়ায়ে কেন
ফিরে আয় ফিরে আয়।



হিন্দু বিধবা।

যেমন রতন মাঝে কহীনুর মণি,
তেমনি জগতে হিন্দু বিধবা রমণী,
মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা, শুদ্ধ, সতী পতিব্রতা,
ম্লানকান্তি, শুভ্রবেশ, আভরণ হীন,
পূর্ণ শশধর যেন প্রভাতে মলিন।

বার ব্রত উপবাসে ক্লিষ্ট দেহ ক্ষীণ,
অশ্রু-শিশিরেতে সিক্ত নয়ন-নলিন ;
বিশুষ্ক মলিন বেশ, অসংযত রুক্ষ কেশ,
নিষ্প্রভ অধর-রাগ তাম্বূল-বিহীন
একাহারে শুদ্ধাচারে রত অনুদিন।

বিষম বেদনাময় বৈধব্যের জ্বালা,
নিত্য সহে অকাতরে করি অবহেলা ;
যত আশা হৃদে জাগে, সকলি বিদায় মাগে,
বঞ্চিত সংসার-সুখ-সৌভাগ্য সেবায় ;
দয়ামায়া, স্নেহ প্রীতি, সবারে বিলায়।

পরলোক গত পতি পদে রাখি মন,
পবিত্র প্রণয়-ব্রত, করে উদ্‌যাপন।
ইহ লীলা অবসানে মিলিতে পতির সনে
বিভুপদে কায় মনে বাসনা জানায়,
হিন্দুর বিধবা নারী অতুল্য ধরায়।



মরণ আহ্বান।

কোথায় বাজিছে বাঁশি নিবিড় কাননে,
কে বাজায় দেখিতে না পাই ;
জনম অবধি শুনি, সেই এক গান,
প্রাণ তায় আকুল সদাই।

দিন নাই, রাত্রি নাই, নাহিক বিশ্রাম,
ডাকে সদা আয় আয় আয়,
কি জাগ্রতে কি শয়নে, পশিয়া শ্রবণে,
পরাণের চেতনা জাগায়।

কোন্ যমুনার তীরে কদম্বের তলে
কতদূরে মনে ভাবি তাই ;
কে বাজায় কারে ডাকে নাহি বুঝি, তবু
ঊর্দ্ধ মুখে ছুটেছি সবাই।

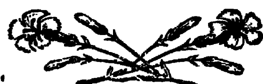
সান্দ্র অন্ধকার ময় গহ্বন সে পথ,
প্রতি পদে আতঙ্ক জন্মায় ;
ধরণীর কলরব মন্দীভূত ক্রমে,
হুহু বহে হতাশের বায়।

সম্মুখে দুরন্ত নদী, গর্জ্জিছে ভীষণ,
উথলিয়া তরঙ্গ তুফান ;
কেমনে হইব পার সে মহাদুস্তরে
মহাতঙ্কে কেঁপে উঠে প্রাণ।

মাতৃভূমি এ ধরণী, স্নেহ অন্নে সদা
প্রাণপনে বাঁধিবারে চায় ;
এত সুখ, এত স্নেহ সব ভুলে, তবু
প্রাণ সদা তারি পানে ধায়।

কি যে উন্মাদনা পূর্ণ মহা আকর্ষণ,
এক পদ ফিরিতে না পারি ;
পলে পলে তারি দিকে হই অগ্রসর
মন্ত্রমুগ্ধ আপনা পাসরি।

কত হাস্য, কত গান, বিলাপ ক্রন্দন
বিশ্ব-যন্ত্রে উঠিতেছে তান,
সকল গানের মাঝে, উঠিছে রাগিনী
মর্ম্মস্পর্শী মরণ আহ্বান।



মনের প্রতি ।

ওরে মন ! মোহ-মদে
এত ভ্রান্ত হলি তুই ?
কিংশুক তুলিস্ ব'সে
ফেলে মতি বেলী যুঁই ।

কত মণি মুক্তা হেম,
গড়াগড়ি উপকূলে
না দেখে কাচের লোভে,
ডুবিস অতল জলে ।

স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় ভাতি
তেয়াগি, চপলা পানে,
ছুটে যাস ঊর্দ্ধ মুখে,
পুড়িয়া মরিতে প্রাণে ।

আছিলি মাথার মণি
হইলি পথের বালি,
নাশিলি উজ্জ্বল ভাতি,
মাখিয়ে পাপের কালী ।

পর গৃহে গৃহী হয়ে,
পর ধনে অভিমান,
অতিথিশালারে ভাব
আপনার বাসস্থান ।

যে আশে করিলি খালি
রত্ন-ভরা ওই বুক,
ভ্রমিলি যাহার তরে
পেলি কি সে প্রিয় সুখ ;

প্রেম-সুধা পদে দলে'
আকণ্ঠ ভরিয়া বিষ,
মহানন্দ-কোলাহলে
পান কর অহর্নিশ ।

বিমল, প্রশান্ত সুখ,
জানিস্ কি কারে বলে ?
জানিস্ কি চির শান্তি
কোন কল্পতরুতলে ?

শমনের গ্রাসে শুয়ে,
মরণের কথা ভুলে,
মহাসুখে নিদ্রা যাস্
চাহিস্ না আঁখি খুলে ।

যে জন আপন তোর
তার প্রতি নাহি মন ;
পরকে আপন ক'রে
তারি চিন্তা সর্ব্বক্ষণ ।

ক্রমে ঘনীভূত হয়ে,
আসিতেছে অন্ধকার ;
তখন না পাবি পথ
হবে সব একাকার ।

এই বেলা দেখ্ পথ,
ছাড় মিছে ধূলা খেলা ;
দয়াময় বিশ্বপিতা,
ডাক্ তাঁরে এই বেলা ।



অন্তিম বিদায়।

(১)

হতেছি বিদায় আজ জনমের মত,
মাতঃ বসুন্ধরে !
স্নেহময় অঙ্কে তোর, সুখ-স্বপ্নে ছিনু ভোর,
ভাঙ্গিল সে স্বপ্ন আজ কালের হুঙ্কারে ;
কোথা যাব তাই ভাবি' পরাণ শিহরে।

(২)

তোর তপ্ত, সুখস্পর্শ, পরিচিত ক্রোড়
স্বর্গের সমান ;
তোর রবি শশী তারা, তোর বায়ু বৃষ্টি-ধারা,
জীবনে সতত সুখ করেছিল দান,
তাদের ছাড়িতে আজ কেঁদে উঠে প্রাণ।

(৩)

ভুলাতে এ ক্ষুদ্র শিশু দিয়েছিলে যা
বহু রত্ন ধন ;
স্নেহ প্রীতি ভালবাসা, সুখ শান্তি সাধ আশা,
স্ত্রী পুত্র বান্ধব আদি আত্মপরিজন
এত দিয়ে পারিলেনা করিতে বন্ধন।

(৪)

সকলি রহিল প'ড়ে তোমার সে দান,
স্নেহ উপহার ;
তব অন্নে এই কায়, তাহা ও রহিবে হায় !
একাকী যাইতে হবে দুর দুরান্তর,
আজি হ'তে আপনার সব হবে পর।

(৫)

জানি না আসিব কিনা কখনো আবার,
আসিলে তখন,
পরিচিত পুত্র ব'লে, আদরে কি লবে কোলে
এমন কি স্নেহ-সুধা করিবে বর্ষণ ;
জাগিবে কি এই স্মৃতি মানসে তখন ?

(৬)

মোছ আঁখি, হাসি মুখে দাও গো বিদায় ;
ফেঁলে অশ্রুজল ;
জাগায়ে পূর্ব্বের কথা, আর কেন দাও ব্যথা
মাগ' বিধাতার কাছে পুত্রের কুশল ;
তব আশীর্ব্বাদ হ'ক পথের সম্বল।

(৭)

যাবার সময় হ'ল ছেড়েদে আমায়
বৃথা চেষ্টা তোর,
ঘাটেতে বাঁধিয়া তরি, কাল করে তাড়াতাড়ি
ডুবে গেছে বেলা, ক্রমে হয়ে আসে ঘোর ;
আর কেন খুলে নে মা ! তোর স্নেহ-ডোর।

(৮)

ক্ষীণ আয়ু-দীপ-শিখা নির্ব্বাপিত প্রায়,
সকলি ফুরায় ;
শ্রবণে পশেনা কথা, মুদে আসে আঁখিপাতা
অনন্ত আঁধারে ডুবে যেতেছি কোথায়,
বিদায়, বিদায়, মাতঃ ! অন্তিম বিদায়।



অঞ্জলি।

আমার কি রবে বল, আমিই তোমার,
মিছে শুধু করি প্রভো আমার আমার।
দেহ, মন, আত্মা প্রাণ,
সকলি তোমার দান,
তোমারে দিতেছি যাহা তোমারি সকলি,
ধর প্রভো ভক্তের অঞ্জলি।

বুদ্ধি, বৃত্তি, শক্তি, জ্ঞান
হিংসা, দ্বেষ, অভিমান,
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি যত চিন্তা বাক্যাবলি,
ধর প্রভো ভক্তের অঞ্জলি।

ভক্তি প্রেম ভালবাসা,
বাসনা, নিরাশা, আশা,
দিলাম সকলি আজ শ্রীচরণে তুলি;
ধর প্রভো ভক্তের অঞ্জলি।

দয়া, ধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য,
প্রাণের পূর্ণতা, দৈন্য,
ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, অবদান গুলি,
ধর প্রভো ভক্তের অঞ্জলি।

ক্রোধ আদি, রিপুচয়,
সুখ দুঃখ, লজ্জা ভয়,
কর্ম্মাকর্ম্ম যত কিছু, আপনার বলি ;
ধর প্রভো ভক্তের অঞ্জলি।

অনাদি অনন্ত দেব! করি কৃতাঞ্জলি,
আমার না বলি যেন আর কভু ভুলি ;
সকলি দিলাম আজি শ্রীচরণে তুলি ;
ধর প্রভো ভক্তের অঞ্জলি।

সম্পূর্ণ।



শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা		লাইন।		অশুদ্ধ।		শুদ্ধ।
৫	...	১৫	...	প্রভো	...	প্রভো,
১৩	...	৫	...	মূখ	...	মুখ
১৪	..	১৭	...	?	...	।
১৪	...	২০	...	;	...	?
২২	...	২১	...	বিড়ে-		বে'ড়ে (বেড়িয়া)
২৭	...	৯	...	পুণ্যবান	...	পুণ্যবান্
৪১	...	৫	...	আকর্যণ	...	আকর্ষণ
৪৭	...	১২	...	।	...	?
৪৮	...	৬	...	নিতম	...	নিতম্ব
৫৫	...	২০	..	জাগিরবে	...	জাগরিবে
৫৬	...	৪	...	সুপ্ত	...	প্রসুপ্ত
৫৯	...	৩	...	ভষণতম	...	ভীষণতম
৭৮	...	৮	...	আসি	...	আমি
৮০	...	৯	...	লীলাময়ী	...	লীলাময়ি
৮১	...	৯	...	,	...	;
৮২	...	১০	...	;	...	,
৮৩	...	৯	...	,	...	;
৮৩	...	১০	...	;	...	,
৮৭	...	৬	...	কোপিল	...	কপিল
৮৭	...	১২	...	ভগবতী	...	ভগবতি
৮৭	...	১৬	...	দীপ্তিমান	...	দীপ্তিমান্
৮৭	...	১৯	...	যশদে	...	যশোদে
৯৮	...	৬	...	শশীমুখী	...	শশিমুখী